মধ্যপ্রাচ্যে সম্মিলিত গণহত্যা চলছে: কাতারের আমির

সারে-জমিন

রেলব্রিজের কৃতিত্ব আদায়ে একমঞ্চে তৃণমূল ও বিজেপি

রূপসী বাংলা

হীরা পালিশের রাজধানী সুরাটে কর্মীরা কেন 'আত্মহত্যা' করছেন

সম্পাদকীয়

কলকাতা বইমেলা শুরু হবে ২৮ জানুয়ারি

গ্রাম-বাংলা

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
৪ অক্টোবর, ২০২৪
১৮ আশ্বিন ১৪৩১
৩০ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

টেন্ডুলকারের দ্বিশতরানের স্টেডিয়াম এখন ধ্বংসস্তূপ!

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 270 ■ Daily APONZONE ■ 4 October 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

VIDYASAGAR VIDYAPITH (H.S.)

An Ideal Bengali Medium Co-Educational Higher Secondary School

ESTD - 2017

Haruchak (Via Sahabajpur), Kaliachak, Malda, PIN- 732201

9126361949 (H.M), 9832510816 (A.H.M), 9547796958, 9614694310, 8759450125, 9733185075, 9563661087, 9870290067

ADMISSION TEST: Class : V — 2nd November- 2024, 12 Noon (School Campus)

ADMISSION TEST: Class : VI-IX — 3rd November- 2024, 12 Noon (School Campus)

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার্থী

২০২৪ সালে মাধ্যমিকে রাজ্যে স্থান-১৩ তম
মো: জাহিন ফারহাদ
প্রাপ্ত নম্বর 681 (97.3%)

মো: সামেন আখতার
প্রাপ্ত নম্বর 677 (96.7%)

মো: সোকিফুর রহমান
প্রাপ্ত নম্বর 665 (95%)

মো: রাকিবুল ইসলাম
প্রাপ্ত নম্বর 665 (95%)

২০২৩ সালে মাধ্যমিকে রাজ্যে স্থান-১৩ তম
সুমাইয়া ইয়াসমিন
প্রাপ্ত নম্বর 679 (97%)

Prospectus: 2025
Class : V-IX

vidyasagarvidyapithhs@gmail.com www.vidyasagarvidyapith.com

মাধ্যমিক ২০২৪ পরীক্ষার্থীদের শতকরা ভিত্তিক পরিসংখ্যান

পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ	৯০% উর্ধে	৮৫% উর্ধে	৮০% উর্ধে	৭৫% উর্ধে	৭০% উর্ধে	৬০% উর্ধে
১৭৫ জন	১৭৫জন	১৯ জন	৪৩ জন	৬৫ জন	৯২ জন	১২৯ জন	১৭৫ জন

মাধ্যমিক ২০২৪ পরীক্ষার্থীদের বিষয় ভিত্তিক শতকরা পরিসংখ্যান

বিষয়	বাংলা	ইংরেজী	অংক	জীবন বিজ্ঞান	ভৌত বিজ্ঞান	ইতিহাস	ভূগোল
৯৫% উর্ধে	১৫	২	১৭	৭	১৩	৬	৩৭
৮৫% উর্ধে	৪৯	৩১	৭৩	৫১	৬৩	২৮	১০৭

মাধ্যমিক ২০২৪ -এর প্রথম ১০ জন

SL	Name	BENG	ENG	MATH	L.SC	P.SC	HIST	GEO	TOTAL	%	RANK
1	MD ZAHIN FARHAT	98	93	99	98	98	95	100	681	97.2857	1
2	SAYEM AKHTAR	97	94	96	96	97	98	99	677	96.7143	2
3	RABIUL ISLAM	98	90	90	96	97	95	99	665	95	3
4	MD MUKITUR RAHAMAN	99	92	88	95	96	95	100	665	95	4
5	AFTAB ALI	93	87	90	92	96	90	98	646	92.2857	5
6	RAYNA PARVIN	96	82	96	90	93	85	98	640	91.4286	6
7	MD ABU TAHER	94	90	90	92	92	85	92	635	90.7143	7
8	MISBAUL HOQUE	90	86	92	92	90	90	95	635	90.7143	10
9	MANISA DAS	97	80	90	95	84	90	98	634	90.5714	8
10	MAHIDUR RAHAMAN	97	86	83	85	95	91	97	634	90.5714	9

// ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় //

- প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্ম বিতরন শুরু ঃ- ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ হইতে
- (অনলাইনের মাধ্যমে ও ফর্ম ফিলাপ করা যাবে) www.vidyasagarvidyapith.com
- প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ- ৩০শে অক্টোবর, ২০২৪
- প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ ও সময় ঃ- পঞ্চম শ্রেণির ২য় নভেম্বর ২০২৪ শনিবার (দুপুর ১২ টা)।
- প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ ও সময় ঃ- ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির ৩রা নভেম্বর ২০২৪ রবিবার (দুপুর ১২ টা)।
- প্রবেশিকা পরীক্ষার স্থান ঃ- বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন।
- প্রবেশিকা পরীক্ষার সেন্টার ঃ- খরবা এইচ.এন.এগ্রিল হাই স্কুল (খরবা, আশাপুর, চাঁচল)
- ২৭শে অক্টোবর ২০২৪, রবিবার (দুপুর ১২ টা)।
- প্রবেশিকা পরীক্ষার সেন্টার ঃ- মহদিপুর হাই স্কুল (উঃ মাঃ) (মহদিপুর, মালদা) ২০ই অক্টোবর ২০২৪ রবিবার (দুপুর ১২ টা)।
- প্রবেশিকা পরীক্ষার সেন্টার ঃ- হরদমনগর জুনিয়ার বেসিক প্রাথমিক বিদ্যালয় (হরিশচন্দ্রপুর) ২৭শে অক্টোবর ২০২৪ রবিবার (দুপুর ১২ টা)।
- প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে অনলাইনে ও অফলাইনে ঃ- ১১ই নভেম্বর ২০২৪
- ভর্তি শুরু ঃ- ১১ই নভেম্বর ২০২৪ থেকে।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM (3 Years)

কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে

ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

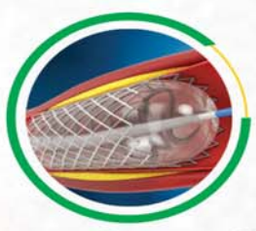

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর

ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত

MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

নওদায় ফের কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে তিন জয়ী সদস্য

রাকিবুল ইসলাম ● নওদা

আপনজন: আবারো নওদায় কংগ্রেসের ঘরে ভাঙন। মুর্শিদাবাদের নওদার চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের জয়ী তিনজন সদস্য বুধবার গভীর রাতে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন । জানাযায় চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেসের দখলে ছিল। কংগ্রেসের সদস্য রেবতী হালদার, আশরাফুল মালিথ্যা এবং পাপিয়া বিবি। এই তিনজন সদস্য নওদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শফিউজ্জামান শেখের হাত ধরে এদিন গভীর রাতে গোঘটা চাঁদপুর মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। এখন স্বভাবতই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে চলে এল চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। ওই পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা ২০ জন তার মধ্যে এখন দাঁড়াল তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ জন, কংগ্রেসের আটজন, ও আরএসপি দুজন। যোগদানকারীরা জানান এলাকায় কোন উন্নয়ন হচ্ছিল না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখেই আমরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলাম এবং এলাকার উন্নয়ন করে আরো এগিয়ে নিয়ে যাব। এদিন উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি শফিউজ্জামান শেখ, নওদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শহিদুল ইসলাম মন্ডল, মুকুল শেখ প্রমুখ।

সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন দুর্গতদের পাশে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ালো সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন। বৃহস্পতিবার হাওড়া জেলার আমতা-২ ব্লকে সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সভাপতি মাওলানা আনোয়ার হোসেন কাসেমী সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, হাওড়া জেলা সম্পাদক শেখ আব্দুর রহিম, হুগলি জেলা সম্পাদক আশরাফ আলী মোল্লা সহ অন্যান্যরা অসহায় মানুষের মধ্যে বন্যা ত্রাণ বন্টন করেন। ত্রাণের প্যাকেটে ছিল চাল, ডাল, সরিষার তেল ও শুকনো খাবার।

বিজেপির টিকিটে জয়ী সদস্যা যোগদান করলেন তৃণমূলে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: বছর ঘুরতেই যেন বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের মোহভঙ্গ হতে শুরু করছে।তাইতো একের পর এক বিজেপির নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যগণ তৃনমূল কংগ্রেসে যোগদান করতে শুরু করছে।যার প্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটি পঞ্চায়েত বোর্ড ও হাতছাড়া হয় বিজেপির। সেরূপ রামপুরহাট থানার কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্যা শেফালী হেমরম সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন বৃহস্পতিবার। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন রামপুরহাট বিধানসভার বিধায়ক ডক্টর আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ।উল্লেখ্য কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ১৩ টি।যার মধ্যে বিজেপি দখলে আসে ৭টি আসন এবং বাকি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৩ টি ও সি পি আই এম ৩টি আসন পায়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে বিজেপির দখলে ছিল পঞ্চায়েত।কিন্তু ছয় মাস পার না হতেই শুরু হয় বিজেপির মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। আর তার জেরেই বিজেপি নির্বাচিত প্রধান পিংকি মন্ডল দল থেকে ইস্তফা দিয়ে তৃণমূল যোগদান করেন। বিজেপির দখলে পঞ্চায়েত থাকলেও প্রধান থেকেই যায় পিংকি মন্ডল। আজকে থেকে কাষ্ঠগড়া পঞ্চায়েতের বর্তমান সমীকরণ তৃণমূল ৬ ,সিপিআইএম ৩ এবং বিজেপির ৪ । বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত কাষ্ঠগড়া পঞ্চায়েত তৃনমূল কংগ্রেসের বলে দাবি করেন প্রধান পিংকি মন্ডল।

তৃণমূলের বিধায়কের বিরুদ্ধে ঝাঁটা, কুশপুতুল নিয়ে তৃণমূলেরই মিছিল

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন:এক হাতে ঝাঁটা এক হাতে দলের বিধায়কের কুশপুতুল, মুখে স্লোগান গদ্দার বিধায়ক দূর হটাও চোর বিধায়ক দূর হটাও এভাবেই ভরতপুর এক নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত প্রধান অঞ্চল সভাপতি তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি সহ প্রায় কয়েক হাজার মহিলারা ঝাঁটা হাতে মিছিলের পর দলের বিধায়ক তথা ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির এর কুম্পুতুলে জুতো মেরে বিধায়কের কূপুতুল দাহ করলো ভরতপুর খানার ঢিল ছড়া দূরত্বেই।

ইতিহাসে পাতায় মুর্শিদাবাদে এ যেন তৈরি হলো এক নয়া রাজনৈতিক ইতিহাস। কার্যত এবার রাজ্যে শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দল চরমভাবে প্রকাশ্যে এলো মুর্শিদাবাদের ভরতপুর এক নম্বর ব্লক থেকে। ব্লক নেতৃত্ব বনাম বিধায়কের দ্বন্দ্বে ভরতপুরবাসী সাক্ষি থাকলো এমনই এক অবাক কান্ডের। যা অনেকেই বলছে এ এক নয়া রাজনৈতিক ইতিহাস। দলের বিধায়কের বিরুদ্ধেই রীতিমতো হাতে ঝাঁটা ও বিধায়কের কুশপুতুল এ ঝাঁটা মারতে মারতে মহিলাদের প্রতিবাদ মিছিল এর এই ছবি প্রকাশে এলো ভরতপুরের বিধায়কের করা একাধিক বিতর্কিত মন্তব্যর কারনেই।, এদিন এই মিছিল থেকে মূল দাবি ওঠে গাদ্দার বিধায়ক দূর হটাও, চোর বিধায়ক দূর হটাও। তৃণমূল বিধায়ক কে হটানোর জন্য রীতিমতো তৃণমূলেরই দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে তৃণমূলের জন প্রতিনিধিদের দেখা গেল তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই মিছিল সংগঠিত করতে।

ওসির প্রচেষ্টায় শেষমেষ বাড়িতে ফিরল মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: চারবছর পরে বাড়িতে ফিরলো গলসিতে থাকা এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক। তার নাম রাজা রায়, তিনি আসাম এর গোলাঘাট জেলার দেড়গাঁও থানার নেকরেটিংটেকলার বাসিন্দা। আর তাকে বাড়ি ফেরানোর কাজে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন গলসি ওসি অরুন কুমার সোম। ওই কাজের পর থেকেই এলাকার বিভিন্ন হোয়াটস আপ গ্রুপে প্রসংশিত হচ্ছেন ওসি। সিআই শৈলেন্দ্রনাথ উপাধ্যায় জানান, সপ্তাহখানেক আগে গলসি নাগরিক সমাজ নামক একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আসামের বাসিন্দা রাজা রায়ের একটি ছবি ও নাম দিয়ে ওসির কাছে বাড়ি ফেরানোর আবেদন রাখা হয়। সেই পোস্ট দেখে ওসি অরুন বাবু ছেলেটিকে থানায় আনেন। তার খাওয়া ও চিকিৎসা করান। তারপরেই বিভিন্ন ভাবে তার কাছ থেকে নাম পরিচয় সহ তথ্য সংগ্রহ করেন। এর পরই ওসি আসামের দেড়গাঁও থানার থানায় যোগাযোগ করেন। দেড়গাঁও পুলিশের মাধ্যমে খবর পৌঁছে যায় রাজার বাড়িতে। রাজার বাবা মদন রায়কে ফোন করে ঠিকানা জানিয়ে বর্ধমান আসতে বলেন ওসি। বুধবার সন্ধায় তারা গলসি থানায় এলে পুলিশ রাজাকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেন। এই কাজের পর থেকেই গলসি জুড়ে চর্চিত হচ্ছেন ওসি অরুণ কুমার সোম। স্থানীয় শিক্ষক সেখ ফিরোজ আলি বলেন, চার বছর ধরে চৌমাথার সবাই ছেলেটিকে খাবার দিত। রাজার দেওয়া ঠিকানাতে চিঠিও পাঠিয়েছিলাম আমি। তার পরেও কোন সদুত্তর পাইনি। তখন থেকেই রাজাকে আমারা এলাকার ছেলে মনে করেই আগলে রাখতাম। রাজা আজ বাড়ি ফিরে পেয়েছে। এর জন্য খুব খুশি হয়েছি। এমন কাজের জন্য গলসি ওসি অরুন বাবুর কাছে আমরা ঋণী হয়ে থাকলাম। রাজার বাবা মদন রায় বলেন, ভগবানের ইচ্ছায় ও পুলিশের সহযোগিতায় আজ ফিরে পেলাম। এই থানাকে আমি সারাজীবন মনে রাখবো।

নশিপুর রেলব্রিজের কৃতিত্ব আদায়ে একমঞ্চে তৃণমূল সাংসদ ও বিজেপি বিধায়ক

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ থেকে কাশিমবাজার এবং কৃষ্ণনগর থেকে আজিমগঞ্জ পর্যন্ত যাত্রীবাহী ট্রেনের উদ্বোধন হয় বুধবার। সেদিন নশিপুর রেল ব্রিজের উপর দিয়ে যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবার সূচনা হয়। তবে এতদিনে প্রথমবারের মতো এক মঞ্চে তৃণমূল সাংসদ ও বিজেপি বিধায়ককে দেখা গেল। এর আগে একাধিক সরকারি অনুষ্ঠানে তৃণমূল সাংসদ উপস্থিত থাকলে বিজেপি বিধায়ক উপস্থিত না, বা বিজেপি বিধায়ক উপস্থিত থাকলে তৃণমূল সাংসদ উপস্থিত থাকতেন না। তবে কৃতিত্বের লড়াই সব দ্বন্দ্ব ভুলিয়ে বুধবার একমঞ্চে হাজির করালো দু'জনকেই। মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান এবং মুর্শিদাবাদ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক গৌরী শঙ্কর ঘোষ বুধবার আজিমগঞ্জ জংশন রেলস্টেশনে এক মঞ্চে নতুন ট্রেনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। একসঙ্গে পতাকা দেখিয়ে ট্রেনের সূচনাও করেন তারা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা ভিন্ন দলের হলেও এটি যেহেতু সরকারি অনুষ্ঠান, তাই তারা উপস্থিত হয়েছেন বলে উভয়ের দাবি। তবে প্রথমবারের মতো তাদের এক মঞ্চে দেখে অবাক হয়েছেন অনেকেই। গত সোমবার রেলের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর থেকে কৃতিত্ব নিয়ে বাকযুদ্ধ চালাচ্ছিল প্রত্যেকেই। প্রত্যেকেই দাবি করছিল 'তার' জন্য নসিপুর আজিমগঞ্জ রেল ব্রীজের উপর দিয়ে যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা শুরু হয়েছে। তবে কৃতিত্বের অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল পুরনো দিনের স্মৃতিগুলো। হারিয়ে গেল অসংখ্য গোপন লড়াই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে ১৯৪৫ সালে মালগাড়ি সহ কাঠের রেলব্রিজটি ভেঙে পড়েছিল ভাগীরথী নদীতে। তারপর থেকেই রেল ব্রিজের দাবি ওঠে। কয়েক দশক ধরে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে মুর্শিদাবাদ ব্যবসায়ী সমিতি সহ অন্যান্য সংগঠনগুলি। তবে ৯০ এর দশকে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রাক্তন সেনাকর্মী তথা মুর্শিদাবাদ শহরের এক বাসিন্দা আব্দুর রউফ খান বা এ.আর খান। ১৯৯১ সাল থেকে নশিপুর রেল ব্রিজের আন্দোলন শুরু করেন তিনি। শুরুতেই নারকেলের দড়ি দিয়ে ভাগীরথীর গভীরতা মেপেছিলেন। সেই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন লালবাগের এক চিত্র সাংবাদিক। তিনিই ফ্রেমবন্দি করেছিলেন নারকেল দড়ি দিয়ে ভাগীরথীর গভীরতা মাপার দৃশ্য। পরবর্তীতে একের পর এক আন্দোলন, রেল অবরোধ হতে থাকে। অবশেষে ২০০১ সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নসিপুর আজিমগঞ্জ রেল ব্রিজ তৈরির অনুমোদন করে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে লালু প্রসাদ যাদব রেলমন্ত্রী হয়ে কাজের শিলান্যাস করেন। ধীরে ধীরে সময় পার হয়, ২০১০ সালে ব্রীজের কাজ শেষ হয়। তবে বাকি অংশের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয় জমি জটের কারণে। আবারো শুরু হয় একাধিক আন্দোলন। মুর্শিদাবাদ রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন হোক বা মুর্শিদাবাদ রেলযাত্রী নাগরিক মঞ্চ অথবা কখনো মুর্শিদাবাদ ব্যবসায়ী সমিতি, সকলেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন নসিপুর রেল ব্রিজের বাকি কাজ দ্রুত শেষ করে ট্রেন চালুর দাবিতে। সংসদে সোচ্চার হয়েছিলেন আবু তাহের খান। মুর্শিদাবাদ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষ রেলমন্ত্রীকে একাধিকবার চিঠি দিয়েছেন। ২০২৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ব্রিজের কাজ শেষে কমিশন অব রেলওয়ে সেফটি অনুমোদন দেয়। ২ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কৃষ্ণনগর থেকে ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন নসিপুর আজিমগঞ্জ রেলসেতুর। অবশেষে ৪ অক্টোবর থেকে বাণিজ্যিকভাবে যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু হবে আজিমগঞ্জ থেকে কাশিমবাজার এবং কৃষ্ণনগর থেকে আজিমগঞ্জ পর্যন্ত। এই কাজের কৃতিত্ব কার, তা নিয়ে শুরু হয়েছে তরজা।

নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সেতুতে ফের ফাটল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সেতুতে ফের বড়সড় ফাটল।ভারী যান চলাচল বন্ধ করল পুলিশ প্রশাসন।বৃহস্পতিবার সাত সকালে চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতুতে ফের বড়সড় ফাটল দেখা দেওয়ায় সকাল থেকে ভারী যান চলাচল বন্ধ করল পুলিশ প্রশাসন। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান পূর্ত দপ্তরের নদিয়া জেলার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ওয়ান বুলবুল ইসলাম। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন।সেই মত জেলা পূর্ত দফতরের পক্ষ থেকে গৌরাঙ্গ সেতুর যে অংশ ফাটল ধরেছে সেই জায়গাটি বাঁশ দিয়ে ঘিরে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় মেরামতের কাজ।অপরদিকে মেরামতের কাজ চলাকালীন যাতে গৌরাঙ্গ সেতুতে ভারী যানবাহন না ওঠে সে বিষয়টি নজর দিতে শুরু হয় নবদ্বীপ থানা ও ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে নজরদারি,অন্যদিকে কৃষ্ণনগর থেকে বর্ধমান যাওয়ার পথে গৌরাঙ্গ সেতুর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জল বিশ্বাস, উল্লেখ থাকে যে আজ থেকে প্রায় দু বছর আগে একই জায়গায় ফাটল ধরেছিল গৌরাঙ্গ সেতুতে, এ বিষয়ে পূর্ত দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জানান, এই সেতুতে কিভাবে ঘটনা ঘটেছে তা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষ হলে তবেই বলা যাবে কেন এই ঘটনা ঘটেছে এবং কবের মধ্যে মেরামতি কাজ শেষ হবে। অন্যদিকে, মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, পুজোর সময় সকলেই নবদ্বীপে ঘুরতে আসেন। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ সে দ্রুত মেরামতি হয়ে যাক সেটাই সকলের চাইছেন।

শ্রমিকদের বোনাস প্রদান অনুষ্ঠানে পারমিট সমস্যা মেটানোর বার্তা নারায়ণের

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: শারদ উৎসবের আবহে খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে তৎপর তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের আওতায় থাকা ৩৪টি ট্রেড ইউনিয়নের কয়েক হাজার শ্রমিকের হাতে দুর্গাপুজোর বোনাস তুলে দিচ্ছেন আইএনটিটিইউসি-র বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নারায়ণ ঘোষ । পাশাপাশি লাইসেন্স এবং রুট পারমিট বিষয়ক অটো-রিক্সা-টোটো মালিক-চালকদের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার গাইঘাটা পশ্চিম ব্লকে আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি অধীর দাসের তত্ত্বাবধানে গাইঘাটা থানার মোড়ে পুজো বোনাস প্রদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানে গাইঘাটা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল অটো ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রায় ৭০০ জন চালকের হাতে পুজোর বোনাস তুলে দেওয়া হয়। এই দলীয় কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি নারায়ণ ঘোষ। তিনি এ দিন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গাইঘাটা পশ্চিম ব্লকে আইএনটিটিইউসি-র প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি আগামী এক মাসের মধ্যে বনগাঁ মহাকুমার সমস্ত অটো-রিক্সা মালিক-চালকদের লাইসেন্স এবং রুট পারমিট বিষয়ক দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান হতে চলেছে বলে জানান। নারায়ণ ঘোষ এ দিন বক্তব্য রাখার সময় সংগঠনের কর্মকর্তা শ্রমিকদের প্রতি বেশ কিছু নির্দেশিকাও দেন।

আর জি কর কাণ্ডে গ্রেফতার আশিস পান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: এবার আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে আরো একজনকে গ্রেফতার করল সিবিআই। সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ আশীষ মন্ডলকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করে সিবিআই। এর আগে তাকে ডেকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। আশিস পান্ডেকে গ্রেফতার করে নিজাম প্যালেসে নিয়ে যায় সিবিআই। জানা গিয়েছে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার দিন সকালে তাকে হাসপাতাল চত্বরে দেখা গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ঐদিন তিনি সল্টলেকে একটি হোটেল ভাড়া নিয়েছিলেন। এই আর্থিক দুর্নীতির ঘটনায় আগেই সিবিআই আরজি করের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষ সহ আরো তিনজনকে গ্রেফতার করেছিল। ওই আর্থিক দুর্নীতির ঘটনায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেরে হল ৪। ধৃত আশীষ পান্ডে শাসকদলের চিকিৎসক সংগঠনের নেতা।

পুজোর মুখে উদ্ধার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: পুজোর মুখে হাওড়ায় পুলিশি অভিযানে ফের উদ্ধার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। পুলিশের জালে দুই পাচারকারী। জানা গেছে, কোনা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে পাচার হওয়ার সময় হাওড়া সিটি পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই অভিযান চালায়। বুধবার রাতে কোনা এক্সপ্রেসওয়ের মহেশ পাল লেনে আটক হয় দুটি পণ্যবাহী গাড়ি। গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বহু মূল্যের ওই কাফ সিরাপ। গ্রেফতার হয় দুই পাচারকারী। গত সপ্তায় হাওড়ার সাঁকরাইলের একটি গোডাউন থেকেও উদ্ধার হয়েছিল প্রায় আট কোটি টাকার নিষিদ্ধ কাফ সিরাফ। গ্রেফতার হয় ৫ জন।

ঘটনার তদন্তে নেমেছে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। গত কয়েক মাসে কাফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ।

ত্রাণ বিতরণের সময় ক্ষোভের মুখ মৌসম

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার রতুয়া-ব্লকের বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন এবং দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়লেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূর। দলীয়ভাবে বেশকিছু মানুষকে ত্রাণ বিতরণ করলেও, ত্রাণ না পেয়ে ফিরে গেলেন বহু মানুষ। ফলে ত্রাণ না পেয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন বঞ্চিতরা। জানা গেছে, রতুয়া-১নং ব্লকের মহানন্দাটোলা ও বিলাইমারি অঞ্চলের গঙ্গা ভাঙন এবং বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে বৃহস্পতিবার ওই এলাকায় যান তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূর। সঙ্গে ছিলেন মালদা জেলাপরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ফজলুর রহমান, জেলাপরিষদ সদস্য রেহেনা পারভিন সহ অন্যান্যরা।তারা প্রথমে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে পরিস্থিতি দেখেন । এরপর দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ বিলির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দলীয় উদ্যোগে বেশকিছু মানুষজনের হাতে ত্রাণ সামগ্রীও তুলে দেন।কিন্তু দেখতে দেখতে ত্রাণ নিতে সাধারণ মানুষজনের ভিড় উপচে পড়ে। চরম বিশৃঙ্খলাময় পরিস্থিতি তৈরি হয়। ওই উপস্থিত তৃণমূল নেতৃত্ব ত্রাণ বিলি বন্ধ করে ত্রাণ বোঝাই গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দেন। ফলে অনেকেই ত্রাণ না পেয়ে খালি হাতেই ফিরে যেতে বাধ্য হয়। যা নিয়ে তারা প্রকাশ্যেই একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন।এই বিষয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূরকে ধরা হলে তিনি বলেন, যত সংখ্যক মানুষ ত্রাণ নিতে এসেছেন সেই পরিমাণ ত্রাণ তাদের কাছে নেই। প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায়।প্রশাসনিকভাবে আর ত্রাণের ব্যবস্থা করা হবে। কাউকে খালি হাতে ঘুরতে হবে না।

সর্ব ধর্মের প্রতিনিধিত্বে নবী সা. নিয়ে সেমিনার

হাসিবুর রহমান ● কলকাতা

আপনজন: সর্ব ধর্মের প্রতিনিধিত্বে নবী হজরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হল তপসিয়ার মারুতি বাগানের সাউদ হোটেলে সভাকক্ষে। বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. সারফরাজ আদিল, স্বামী দেবকর চিন্ময় জি, প্রফেসর আব্দুর রশিদ , হযরত মাওলানা আনসার আলম কাসমী , মুফতি আব্দুল মুঈদ। এই সেমিনারে প্রায় ৩০ জন অমুসলিম বুদ্ধিজীবী মুহাম্মদ সা.-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত শোনার পর তাদের মূল্যবান চিন্তাভাবনার কথা তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে এই অমুসলিম ব্যক্তিরা কমিটিকে জানান এমনই সেমিনার যদি বেশি বেশি করে করা যায় তাহলে ভারতবর্ষের হিংসা বিদ্বেষ থেকে শান্তির পথে হাঁটবে মানুষ। এবং যারা হানাহানি অশান্তি করছে তাদের ভুল ধারণা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারবে, বলে মত প্রকাশ করেন ডক্টর সঞ্চয় সরকার এদিন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। হোটেল সাউদ ইন্টারন্যাশনাল, ই. এম. বাই পাস, কলকাতা ৪৬। এস.আর. ফাউন্ডেশন এবং হায়াত ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে, এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন, আহবায়ক ড. সরফরাজ আদিল সদস্য আতহার ফিরদৌসী , মোঃ নূরে আলম , ইমতিয়াজ আহমেদ মোল্লা, আজহার সেলিম , আফাক খান, মোঃ মঈনুদ্দিন, প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাইক চুরির অভিযোগে গ্রেফতার

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: মোটর বাইক চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করল বড়ঞা থানার পুলিশ। ৩০ সেপ্টেম্বর বড়ঞা থানার কুলি চৌরাস্তা এসবিআই ব্যাংকের সন্নিকট থেকে একটি মোটর বাইক চুরি হয়। মোটর বাইক মালিক উজ্জ্বল কুমার চৌধুরী। বড়ঞা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বড়ঞা থানার পুলিশ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করলে । বীরভূম জেলার মল্লারপুর থানার ঘোষ গ্রাম থেকে মোটর বাইক সহ ধৃত প্রসেনজিৎ দাস কে গ্রেফতার করে। ধৃত প্রসেনজিৎ দাস কে বুধবার কান্দি আদালতে তোলা হয়। বড়ঞা থানার পক্ষ থেকে সাত দিনের আবেদন জানানো হয়। বিচারক তিনদিনে পুলিশ হেফাজতে নির্দেশ দেন।

মধ্যপ্রাচ্যে সম্মিলিত গণহত্যা চলছে: কাতারের আমির

● ● ● ●

সারে-জমিন

রেলব্রিজের কৃতিত্ব আদায়ে একমঞ্চে তৃণমূল ও বিজেপি

রূপসী বাংলা

হীরা পালিশের রাজধানী সুরাটে কর্মীরা কেন 'আত্মহত্যা' করছেন

সম্পাদকীয়

কলকাতা বইমেলা শুরু হবে ২৮ জানুয়ারি

গ্রাম-বাংলা

টেন্ডুলকারের দ্বিশতরানের স্টেডিয়াম এখন ধ্বংসস্তূপ!

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
৪ অক্টোবর, ২০২৪
১৮ আশ্বিন ১৪৩১
৩০ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 270 ■ Daily APONZONE ■ 4 October 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

কেন্দ্রের ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে নতুন স্বীকৃতি পেল বাংলা সহ ৫টি ভাষা

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রীয় সরকার ধ্রুপদী ভাষার তালিকায় এবার যুক্ত করল বাংলা সহ আরও পাঁচটি ভাষা। মারাঠি, পালি, প্রাকৃত, অসমীয়ার সঙ্গে বাংলাকেও 'ক্ল্যাসিক্যাল' বা ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। ফলে ধ্রুপদী ভাষার তকমা পাওয়া সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১১। যা আগে ছিল ৬। আগে এই তালিকায় ছিল তামিল, সংস্কৃত, তেলেগু, কন্নড়, মালায়লাম এবং ওড়িয়া। তামিলকে ২০০৪ সালে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। শেষ ২০১৪ সালে ওড়িয়া ভাষা ধ্রুপদী ভাষার তকমা পায়। প্রসঙ্গত, বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অবশেষে তাতেই চূড়ান্ত সিলমোহর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার। ইতিমধ্যে এ খবরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টও করেছেন।

বাতিল করা হল পশ্চিমবাংলা সহ ১০ রাজ্যের জেলের আচার বিধি

কারাগারে জাতপাতের বৈষম্য নিষিদ্ধ করল সুপ্রিম কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার এক ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ভারতের কারাগারগুলোতে কোনো ধরনের বর্ণবৈষম্য করা উচিত নয়। শীর্ষ আদালত আরও বলেছে যে জেল ম্যানুয়ালের বর্তমান সমস্ত বিধান যা এই জাতীয় বৈষম্যকে স্থায়ী করে তা অবশ্যই অপসারণ করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ২০১৬ সালের প্রিজন ম্যানুয়াল অনেক ঘাটতি আছে। ২০১৬ সালের ম্যানুয়ালে বর্ণের ভিত্তিতে বন্দীদের শ্রেণিবিন্যাস নিষিদ্ধ করা উচিত। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ রায়ে বলেছে, জাতিগত শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে বন্দিদের মধ্যে কায়িক কাজ বণ্টন বৈষম্যমূলক এবং অসাংবিধানিক। মহারাষ্ট্রের কল্যাণের বাসিন্দা তথা ইংরেজি পোর্টাল 'দ্য ওয়ার'-এর সাংবাদিক সুকন্যা শান্তার দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে শীর্ষ আদালত এই রায় দিয়েছে, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে কিছু রাজ্যের কারাগারের ম্যানুয়ালগুলি জাতপাতের ভিত্তিতে বৈষম্যকে উৎসাহিত করে।

এই আইনগুলির বেশিরভাগই ব্রিটিশ আমলে তৈরি হয়েছিল বলে পর্যবেক্ষণ করে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে বন্দীদের নর্দমার ট্যাঙ্ক এবং অনুরূপ বিপজ্জনক কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

উন্মুক্ত আদালতে রায় পড়ার সময়, প্রধান বিচারপতি বলেন, যদি অনুচ্ছেদ ২৩ (মানব পাচার এবং জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধকরণ) লঙ্ঘন বেসরকারি ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত হয় তবে রাষ্ট্রকে দায়বদ্ধ করা হবে।

বন্দিদের দিয়ে অমানবিক কাজ করানো যাবে না, জাতপাতের ভিত্তিতে বৈষম্যের ভিত্তিতে ঘৃণা ও অবজ্ঞা এবং এই ধরনের জাতপাতের ভিত্তিতে পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না।

আদালত কারাগারের অভ্যন্তরে বৈষম্যের বিষয়টি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিবেচনা করেছে, রেজিস্ট্রিকে তিন মাস পরে বিষয়টি তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে এবং রাজ্যগুলিকে এই রায়ের বিষয়ে একটি সম্মতি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে রক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে সংবিধান প্রতিরক্ষামূলক বৈষম্যের জন্য এসসি / এসটিকে স্বীকৃতি দেয়। যাইহোক, এই গোষ্ঠীগুলির প্রতি বর্ণ বৈষম্য করা উচিত নয়, বা এটি নিপীড়িতদের বিরুদ্ধে বৈষম্যকে স্থায়ী করা উচিত নয়।

শীর্ষ আদালত জোর দিয়ে বলেছে, "বন্দীদের মধ্যে এই ধরনের বৈষম্য হতে পারে না, এবং পৃথকীকরণের ফলে পুনর্বাসন হবে না।

আদালত আরও রায় দিয়েছে যে প্রান্তিক ব্যক্তিদের পরিষ্কার করা এবং ঝাড়ু দেওয়ার কাজ সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন। আমাদের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে তথাকথিত নিম্নবর্ণকে টার্গেট করে এ ধরনের পরোক্ষ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার অনুমোদন করা যায় না।

কারাগারের ম্যানুয়ালগুলি কেবল এই জাতীয় বৈষম্যকে পুনরায় নিশ্চিত করছে, "প্রধান বিচারপতি যোগ করেছেন।

এই বিষয়টিকে সম্বোধন করে শীর্ষ আদালত উল্লেখ করেছে যে ইউপি ম্যানুয়ালের উল্লেখ করে বলেন যে সাধারণ কারাদণ্ডের মধ্য দিয়ে যাওয়া কোনও ব্যক্তিকে জাতপাতের ভিত্তিতে অবমাননাকর বা ছোটখাটো কাজ দেওয়া উচিত নয়। কোনো গোষ্ঠীই মেথর শ্রেণি হিসেবে জন্ম নেয় না, কোনো শ্রেণিকে ছোটখাটো পেশায় সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। কে রান্না করতে পারবে আর কে পারবে না, এই শ্রেণিবিন্যাস অস্পৃশ্যতার দিক, যা মেনে নেওয়া যায় না। চলতি বছরের গোড়ায় শান্তার দায়ের করা আবেদনের প্রেক্ষিতে কেন্দ্র এবং উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ-সহ ১১টি রাজ্যের কাছে জবাব চেয়েছিল শীর্ষ আদালত। আবেদনকারীর দাবি, এই রাজ্যগুলির জেল ম্যানুয়ালে কাজ বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয়, জাতপাতের ভিত্তিতে বন্দিদের অবস্থান নির্ধারণ করা হয়।

কেরালা প্রিজন রুলসের কথা উল্লেখ করে পিটিশনে অভ্যাসগত অপরাধী এবং পুনরায় দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে বলা হয়েছে যে যারা ডাকাতি, বাড়ি ভাঙা বা চুরির মতো অপরাধে জড়িত তাদের শ্রেণিবদ্ধ করা উচিত এবং অন্যান্য দোষীদের থেকে আলাদা করা উচিত। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ কারাগারের কোডে বলা হয়েছে যে কারাগারের কাজটি বর্ণ অনুসারে নির্ধারিত হওয়া উচিত, রান্নার পরিমাণ প্রভাবশালী বর্ণের জন্য বরাদ্দ করা উচিত এবং নির্দিষ্ট বর্ণের জন্য ঝাড়ু দেওয়ার কাজ বরাদ্দ করা উচিত।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং অন্যান্যদের নোটিশ জারি করার সময়, শীর্ষ আদালত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে আবেদনে উত্থাপিত সমস্যাগুলি সমাধানে সহায়তা করতে বলেছে। বেঞ্চ আবেদনকারীর আইনজীবীর যুক্তি বিবেচনা করে যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্ধারিত মডেল কারাগার ম্যানুয়াল অনুসারে রাজ্য কারাগারের ম্যানুয়ালগুলিতে সংশোধন করা সত্ত্বেও, রাজ্যের কারাগারগুলিতে বর্ণ বৈষম্য আরও জোরদার করা হচ্ছে।

'গরবা'র আয়োজক মুসলিম কেন, বজরং দলের আপত্তিতে বাতিল অনুষ্ঠান

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গার দুর্গাপুজো সংগঠকদের মধ্যে স্থান পেয়ে থাকেন মুসলিমরাও। চেতলার অগ্রণী সংঘের পুজো কমিটির কর্ণধার ফিরহাদ হাকিমের মতো ব্যক্তিরা সেটাকে সম্প্রীতির বাংলা বলে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু ভিন্ন চিত্র মধ্যপ্রদেশে। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের ভাওয়ারকুয়া এলাকায় বহু দিন ধরে নবরাত্রি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান 'গরবা'-র আয়োজন করে আসছেন ফিরোজ কান নামে এক মুসলিম। সেই গরবা অনুষ্ঠান সফল করতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় আয়োজকদের ছবি ও নাম সহ ব্যানারে প্রচার চালানো হয়। তাতে যাদের ছবি দেওয়া হয় তাদের প্রায় সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের। মাত্র একজন মুসলিম ফিরোজ খানের নাম ছিল, যনি অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক। আর সেটাই বিক্ষোভের কারণ হয়ে ওঠে বজরং দলের।

মধ্যপ্রদেশ

বজরং দল এ নিয়ে অভিযোগ তোলে যিনি মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করেন না, তিনি কীভাবে যথাযথ আচার-অনুষ্ঠান করে ন'দিনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে পারেন? বজরং দল পুলিশের কাছে তাদের আপত্তির কথা জানায়। ভাওয়ার কুঁ থানার ইনচার্জ (টিআই) রাজকুমার যাদব জানিয়েছেন, বজরং দলের কর্মী রামেশ্বর ডাঙ্গি অভিযোগ করেন ভাবনানগরে 'শিখর গরবা মণ্ডল' নামে ফিরোজ খানের আয়োজনে বেশ কয়েক বছর ধরে এই অনুষ্ঠান চলে আসছে। আসলে তা লাভ জিহাদের প্রচারের জন্য। তাই এই অনুষ্ঠান বন্ধ করা দরকার। তাদের সেই আপত্তির কারণে বুধবার নবরাত্রির প্রথম দিনে ভাওয়ারকুয়া এলাকায় নির্ধারিত অনুষ্ঠানটি বাতিল করে দেয় পুলিশ। এমনকী অনুষ্ঠানস্থল থেকে পোস্টার এবং প্যান্ডেল সামগ্রী সরিয়েও দেয় তারা।

TURNING POINT (R) SCHOOL (H.S.)

ESTD : 2023

An Ideal Bengali Medium Co-Educational Higher Secondary School

Lalutola (Beside Health Sub-Centre), Golapganj, Kaliachak, Malda, PIN-732201 (W.B.)

9733318815 (Secretary) / 9679612122 (H.M) / 9732966298
9932699130 / 8116436391 / 8918877420 / 9733444488 / 9593219702

PROSPECTUS-2025

ADMISSION TEST
20th October- 2024
12 Noon (Mission Campus)

Class : V to IX
Admission Going On

E-mail : turningpointschool@gmail.com

আবাসিকের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন খাবারের তালিকা ও সময়সূচী

বার	6-6:15 AM	9.30-10.00 A.M	4-4:30 P.M	6-6:30 P.M	9-9:30 P.M
সোমবার	চা/স্পেশাল টোস্ট	ডিম / ভাত	ঘুগনি / মুড়ি	চা / বিস্কুট	ভাত / ডাল / সব্জি
মঙ্গলবার	চা/স্পেশাল টোস্ট	ভাত / ডাল / সব্জি	ভাত / ডাল / সয়াবিন	চা / বিস্কুট	ডিম / ভাত
বুধবার	চা/স্পেশাল টোস্ট	মাছ / ভাত	ঘুগনি / মুড়ি / সিঙ্গারা	চা / বিস্কুট	ভাত / ডাল / সব্জি
বৃহস্পতিবার	চা/স্পেশাল টোস্ট	ভাত / ডাল / সয়াবিন	ভাত / ডাল / সব্জি	চা / বিস্কুট	ভাত / ডাল / মিক্সসব্জি পাপড়
শুক্রবার	চা/স্পেশাল টোস্ট	ভাত / ডাল / সব্জি	ঘুগনি মুড়ি, কলা	চা / বিস্কুট	মাছ / ভাত
শনিবার	চা/স্পেশাল টোস্ট	ভাত / ডাল / মিক্সসব্জি	ভাত / ডাল / সব্জি	চা / বিস্কুট	ভাত / ডাল / সয়াবিন
রবিবার	চা/স্পেশাল টোস্ট	ঘুগনি মুড়ি	(1-1.30 P.M) মাংস ভাত	চা / বিস্কুট	খিচুড়ি, সব্জি, পাপড়

!! আবাসিকের বেতনক্রম !!

শ্রেণী	পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	নবম	দশম
ভর্তি ফি	5000	6000	7000	8000	10000	10000
মাসিক বেতন	4000	4000	4500	4500	5000	5500

!! অনাবাসিকের বেতনক্রম !!

শ্রেণী	পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	নবম	দশম
ভর্তি ফি	4000	4000	4500	4500	5000	5000
মাসিক বেতন	800	850	900	950	1000	1100

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

- ফর্ম বিতরন শুরু ঃ- ১৫ই আগস্ট ২০২৪ হইতে।
- ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ- ২০শে অক্টোবর ২০২৪, রবিবার।
- প্রবেশিকা পরীক্ষা ঃ- ২০শে অক্টোবর ২০২৪, রবিবার বেলা ১২ টায়।
- প্রবেশিকা পরীক্ষার স্থান ঃ- মিশনের নিজস্ব ক্যাম্পাস।
- ফলাফল প্রকাশিত হবে ঃ- ২৭শে অক্টোবর ২০২৪, বৃহস্পতিবার (FB Page, Whatsapp ও নোটিশ বোর্ডে) এছাড়াও আমাদের নম্বরে ফোন করে ফলাফল জানতে পারবেন।

বিষয়ভিত্তিক ভর্তি (Admission Test) পরীক্ষা র মান (Marks)

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী	
বাংলা	-১০
ইংরেজি	-১০
অংক	-১৫
আমাদের পরিবেশ	-১০
সাম্প্রতিক ঘটনাবলী	-০৫
সর্বমোট	-৫০

সপ্তম থেকে নবম শ্রেণী	
বাংলা	-০৫
ইংরেজি	-১০
অংক	-১০
জীবন বিজ্ঞাপ ও ভৌত বিজ্ঞান	-১০
ইতিহাস ও ভূগোল	-১০
সাম্প্রতিক ঘটনাবলী	-০৫
সর্বমোট	-৫০

!! ভর্তির প্রয়োজনীয় নথিপত্র !!

* XEROX COPY OF AADHAR CARD OF STUDENT & PARENTS
* XEROX COPY OF BIRTH CERTIFICATE
* TRANSFER CERTIFICATE (ORIGINAL)
* XEROX COPY OF PROGRESS REPORT CARD (MARKSHEET) FOR THE LAST YEAR
* PASSPORT SIZE PHOTO OF STUDENT & PARENTS (2 COPY)
* BLOOD GROUP OF STUDENT

Message from the Authority of Turning Piont (R) School

!! অভিবাবক / অভিবাবিকাদের উদ্দেশ্যে !!

- অফিসের সময় সকাল ১০টা থেকে বৈকাল ৫টা পর্যন্ত।
- ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা ফোনে কথা বলার সময় প্রতি রবিবার সকাল ৯.৩০ থেকে বৈকাল ৫.৩০ পর্যন্ত।
- ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে মোবাইল বা ট্যাব রাখা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৭০ সংখ্যা, ১৮ আশ্বিন ১৪৩১, ৩০ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

অদৃশ্য ‘জিরাফ’

কথায় আছে–‘চোরের মায়ের বড় গলা/ নিত্য দেখায় ছলাকলা,/ চোরকে নিয়ে বড়াই করে/ চোরের জন্য লড়াই করে।’ প্রশ্ন হইল চোরের মায়ের কেন বড় গলা? কথাটি কোথা হইতে আসিল? কেন আসিল? ইহার মানে কী? এই প্রবাদে কে চোর? কে তাহার মা?

এই প্রবাদটির ‘উৎস’ অনুসন্ধানে জানা যায়, হনুলুলুতে বাস করিত এক চোর। সেই চোর মনে করিতেন–চুরি হইতেছে একধরনের শিল্প, ইটস অ্যান আর্ট। সেই চোরের মা বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করিতেন। চোরের মায়ের জীবনের অন্যতম শখ ছিল–গলাভর্তি গয়না পরা। সেই শখ পূরণ করিতেই ছেলে তাহাকে প্রতি মাসে টাকাপয়সা ছাড়াও একটা করিয়া নেকলেস পাঠাইত। এইভাবে চোরের মায়ের গলাভর্তি গয়নায় ভরিয়া গেল। তাহার বড় গলা ভরা গয়না দেখিয়া গ্রামের সকলেই বলিত ‘বড় গলাওয়ালা মা।’ এমন সময় কোথাও চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল তাহার ছেলে। আইনের লোক তাহার মাকে খুঁজিতে গিয়া জানিতে পারিল–এই এলাকায় চোরের মাকে কেহ চেনেন না। তবে ‘বড় গলাওয়ালা মা’ বলিতেই সকলে চিনিয়া ফেলিল। সেই হইতে নাকি বাংলাদেশে এক নূতন প্রবাদের জন্ম হইল–‘চোরের মায়ের বড় গলা’। আবার অনেকে বলেন–ইহা আসলে কেমোফ্লেজ। এই ধারণাটি আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথের ‘কণিকা’তে প্রকাশিত ‘সন্দেহের কারণ’ কাপলেট হইতে। তাহা হইল–‘কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি।–/ তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।’ আসলে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ চোরের বা চুরির বিপক্ষে। নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, যুক্তি, আইন–কোনো কিছুই চোর বা চুরির পক্ষে কথা বলে না। সেই ক্ষেত্রে গলা বা গলাবাজিই হয় চোর বা চোরের আত্মীয়স্বজনের একমাত্র ভরসা। নিজেদের অপরাধ ঢাকিতে তাহাদের উচ্চৈঃস্বরে চ্যাঁচাইতে হয়। নিজে যে ভালো, তাহা চ্যাঁচাইয়া জানাইতে হয়। গলা ছাড়া চোর বা চোরের মায়ের আসলে অন্য কোনো অবলম্বন নাই। কাজেই যাহারা চড়া গলায় কথা বলেন–তাহাদের সাধুতা লইয়া প্রশ্ন জাগে, যেমনটি কণিকায় বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চোর লইয়া আমাদের দেশে অনেক রকম প্রবাদ-প্রবচন রহিয়াছে। ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ ছাড়াও আমরা উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি–‘চোরে চোরে মাসতুতো ভাই’, ‘চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে’, ‘চোরের সাক্ষী মাতাল’, ‘যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর’, ‘অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ’, ‘চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা’, ‘চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী’ ইত্যাদি। ইহা গেল আমাদের দেশের প্রবাদের কথা; কিন্তু পশ্চিমা দেশে ‘চোর’দের লইয়া এই ধরনের প্রবাদ কি চালু রহিয়াছে? প্রাত্যহিক জীবনে আমরা খুব বেশি না শুনিলেও আন্তর্জালে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জার্মান প্রবাদে আছে–‘সময় হইল চোরের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক। একটা না একটা সময় আসিবেই যখন চোরের স্বরূপ উন্মোচন হইবে।’ জার্মান প্রবাদে আরও বলা হয়–‘যেইখানে হোস্ট নিজেই চোর সেইখানে চুরি আটকানো কঠিন।’ আমেরিকান প্রবাদে বলা হইয়াছে–‘প্রয়োজনীয়তা একজনকে চোর বানাইতে পারে।’ আমেরিকার আরও একটি প্রবাদ আছে–‘চোর ধরিতে বড় চোর লাগে।’ চোর লইয়া জাপানের একটি প্রবাদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেইখানে বলা হইয়াছে–‘একজন চোর তাহার চৌর্যবৃত্তি শিখিতে ১০ বছর সময় নেয়।’ ইতালীয় প্রবাদে বলা হয়–‘যখন ভীষণ বিপদ আসে, চোর তখন সৎ হয়।’ অন্যদিকে ডেনিশ প্রবাদে বলা হয়–‘একজন চোর মনে করে প্রত্যেক মানুষই চুরি করে।’

সুতরাং চোরদের ব্যাপারে সমগ্র বিশ্বই অনেক ধরনের কথা বলিয়াছে; কিন্তু ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ প্রবাদটি আমাদের দেশে এতটাই প্রচলিত যে, একটি বাচ্চাও তাহা জানে। এমনই একটি বাচ্চা বাবার সহিত চিড়িয়াখানায় গিয়া জিরাফ দেখিয়া বলিল–‘ঐ যে একটি চোরের মা!’ আমাদের চারিপাশেও এমনই অনেক অদৃশ্য ‘জিরাফ’ ঘুরিয়া বেড়ায়।

হীরা পালিশের রাজধানী সুরাটে কর্মীরা কেন ‘আত্মহত্যা’ করছেন

BBC NEWS

কয়েক বছর ধরে ভারতের মন্দা-আক্রান্ত হীরাশিল্পের জন্য একটা কঠিন সময় যাচ্ছে। সুরাটের অবস্থান ভারতের গুজরাট রাজ্যে। সুরাটে পাঁচ হাজারের বেশি কারখানায় (ইউনিট) বিশ্বের ৯০ শতাংশ হীরা প্রক্রিয়াজাত করা হয়। সুরাটে আট লাখের বেশি কর্মী হীরা পলিশকারী হিসেবে কাজ করেন। শহরে ১৫টি বড় পলিশ কারখানা রয়েছে, যেগুলো বছরে ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যবসা (টার্নওভার) করে। ভারতের কাটা ও পালিশ করা পাথরের (রত্ন) রপ্তানি ২০২২ সালে ছিল ২৩ বিলিয়ন ডলার। ২০২৩ সালে তা কমে ১৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। ২০২৪ সালে তা আরও কমে ১২ বিলিয়ন ডলার হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, কম চাহিদা ও অতিরিক্ত সরবরাহের কারণে ২০২৩ সালে পলিশ করা হীরার দাম অনেক (২৭ শতাংশ পর্যন্ত) কমেছে। বিবিসি-এর বিশ্লেষণ।

বিশ্বে হীরা পালিশ করার ‘রাজধানী’ পশ্চিম ভারতের সুরাট। এই পালিশকাজের কর্মী ছিলেন নিকুঞ্জ ট্যাংক। গত মে মাসে তিনি কাজ হারান। এরপর তিনি অনেকটা মরিয়া হয়ে ওঠেন।

সাত বছর ধরে নিকুঞ্জ যে কারখানাটিতে (ইউনিট) কাজ করেছিলেন, তা আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। একপর্যায়ে কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে তিনিসহ তাঁর আরও অনেক সহকর্মী বেকার হয়ে পড়েন।

নিকুঞ্জ ছিলেন তাঁর পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। তিনি তাঁর মা-বাবা, স্ত্রী-মেয়ের ভরণপোষণসহ যাবতীয় খরচ সামলাতেন। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর কোনো সঞ্চয় ছিল না।

নিকুঞ্জর অবসরপ্রাপ্ত বাবা জয়ন্তী ট্যাংক বলেন, ‘সে (নিকুঞ্জ) চাকরি খুঁজে না পেয়ে, এই ধকল সইতে না পেরে চরম পথ বেছে নেয়।’

গত আগস্ট মাসে আত্মহত্যা করেন নিকুঞ্জ।

কয়েক বছর ধরে ভারতের মন্দা-আক্রান্ত হীরাশিল্পের জন্য একটা কঠিন সময় যাচ্ছে।

সুরাটের অবস্থান ভারতের গুজরাট রাজ্যে। সুরাটে পাঁচ হাজারের বেশি কারখানায় (ইউনিট) বিশ্বের ৯০ শতাংশ হীরা প্রক্রিয়াজাত করা হয়।

সুরাটে আট লাখের বেশি কর্মী হীরা পালিশকারী হিসেবে কাজ করেন।

শহরে ১৫টি বড় পালিশ কারখানা রয়েছে, যেগুলো বছরে ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যবসা (টার্নওভার) করে।

ভারতের কাটা ও পালিশ করা পাথরের (রত্ন) রপ্তানি ২০২২ সালে ছিল ২৩ বিলিয়ন ডলার।

২০২৩ সালে তা কমে ১৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে।

২০২৪ সালে তা আরও কমে ১২ বিলিয়ন ডলার হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, কম চাহিদা ও অতিরিক্ত সরবরাহের কারণে ২০২৩ সালে পালিশ করা হীরার দাম অনেক (২৭ শতাংশ পর্যন্ত) কমেছে।

সুরাটের স্টার রত্নের মহেশ ভিরানি বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, অতিরিক্ত সরবরাহ ঘটেছে। কারণ, সীমিত চাহিদা থাকা সত্ত্বেও চালু থাকার জন্য পালিশ কারখানাগুলো উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে। এটি তাদের লোকসান বাড়িয়েছে।

রাজ্যের ডায়মন্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন বিবিসি গুজরাটিকে জানায়, মন্দার কারণে শুধু গত ছয় মাসে ৩০ হাজারের বেশি কর্মী চাকরি হারিয়েছেন।

পালিশকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী এই ইউনিয়ন বলেছে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পরিবার, পুলিশের নথি ও গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুসারে, এই মন্দার কারণে রাজ্যে গত দেড় বছরে ৬৫ জন শ্রমিক আত্মহত্যা করেছেন। তবে ইউনিয়নের এই পরিসংখ্যান বিবিসি অন্যত্র যাচাই করতে পারেনি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, করোনা মহামারিকালের লকডাউন, রাশিয়া-ইউক্রেন, ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ ও প্রধান প্রধান বাজারে চাহিদা কমে যাওয়া ভারতের হীরাশিল্পে মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারক কিরণ রত্নের চেয়ারম্যান বল্লভ লাখানি বলেন, বিশ্বব্যাপী মন্দার কারণে পালিশ করা হীরার ব্যবসা ২৫-৩০ শতাংশের বেশি কমে গেছে।

ভারত তার অমসৃণ হীরার ৩০ শতাংশ রাশিয়ার খনি থেকে আমদানি করে। পরে সেগুলো কেটে পালিশ করে। এরপর বেশির ভাগই পশ্চিমা বাজারে বিক্রি করে। তবে ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

গত মার্চ মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জি-৭ দেশগুলো রাশিয়ার অমসৃণ (পালিশ করা নয়) হীরা আমদানির ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ভারতে প্রক্রিয়াজাত করা এবং তৃতীয় দেশের মাধ্যমে তা পশ্চিমা দেশে বিক্রি করার বিষয়টিও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েছে।

নতুন নিষেধাজ্ঞার পর ভারত প্রকাশ্যে উদ্বেগ জানিয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর গত এপ্রিল মাসে বলেছিলেন, এ ধরনের পদক্ষেপ রাশিয়ার চেয়ে বরং সরবরাহব্যবস্থার নিচের দিকে থাকা লোকদের বেশি ক্ষতি করে। কারণ, উৎপাদকেরা সাধারণত বিকল্প পথ খুঁজে পায়।

সুরাটের ব্যবসায়ীরাও একই কথা বলছেন।

রপ্তানিকারক কীর্তি শাহ বলেন, হীরাশিল্পের যে ধাপগুলো, তার নিচের দিকে রয়েছে ভারত। কাঁচামাল ও চূড়ান্ত বিক্রয়–উভয়ের জন্যই ভারত বিশ্ববাজারের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল।

উপরন্তু জি-৭ দেশগুলোতেও অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। একই অবস্থা সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বেলজিয়ামের। এগুলো ভারতের রপ্তানির প্রধান গন্তব্যস্থল। ফলে ভারতের ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

ব্যবসায় মন্দার আরেকটি কারণ গবেষণাগারে উৎপাদিত হীরার চাহিদা বৃদ্ধি। প্রাকৃতিক হীরার একটি সস্তা বিকল্প এটি। এ ছাড়া গাজা যুদ্ধও ব্যবসায় ক্ষতির জন্য দায়ী। কারণ, ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের একটি বড় অংশে রয়েছে এই রত্ন।

গুজরাট রাজ্যের শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) আইনপ্রণেতা কুমার কানানি বলেন, সুরাটের হীরা খাত একটা বাজে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

চাকরি হারানোর কারণে আত্মহত্যার ঘটনাগুলো পুলিশ তদন্ত করছে।

কুমার কানানি আরও বলেন, সরকার পালিশকারী, ব্যাপারী ও ব্যবসায়ীদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

আত্মহত্যা করেছেন–এমন অন্তত নয়জন শ্রমিকের পরিবার বলেছে, তারা সরকারের কাছ থেকে সামান্যই সাহায্য পেয়েছে।

সুরাটে বেশির ভাগ বন্ধ হয়েছে ছোট ও মাঝারি আকারের কারখানাগুলো। এই কারখানাগুলো সাধারণত অমসৃণ হীরার গুণমান পরীক্ষা করা, তা পালিশ করা ও কাঙ্ক্ষিত আকার-আকৃতি দেওয়ার জন্য শ্রমিকদের নিয়োগ দিয়ে থাকে।

তবে এই খাতের বড় ব্যবসায়ীদের ওপরও প্রভাব পড়েছে। গত মাসে কিরণ রত্ন তার ৫০ হাজার কর্মচারীকে ১০ দিনের ছুটিতে পাঠায়। কারণ হিসেবে তারা ব্যবসায় মন্দার কথা উল্লেখ করে।

গত জুলাই মাসে ডায়মন্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন একটি হেল্পলাইন চালু করে। এই হেল্পলাইনে চাকরি বা আর্থিক সাহায্য চেয়ে পালিশকারীদের কাছ থেকে ১ হাজার ৬০০টির বেশি কল আসে। কিন্তু এমন কিছু ব্যক্তি আছেন, যাঁরা সময়মতো সাহায্য-সহযোগিতা পাননি।

৩৮ বছর বয়সী বৈশালী প্যাটেল দুই বছর আগে তাঁর স্বামী নিতিনকে হারান। তিনি যে পালিশ কারখানায় কাজ করতেন, সেটি ব্যবসায় মন্দার কারণে বেশির ভাগ কর্মী ছাঁটাই করেছিল।

মন্দার কারণে ব্রোকার ও ব্যাপারীরাও বিপাকে পড়েছেন। ব্রোকাররা গ্রাহক, ব্যাপারী ও অন্যদের কাছে হীরা বিক্রি করেন। সুরাটের পাঁচ হাজার ব্রোকারের একজন দিলীপ সোজিত্রা। তিনি বলেন, ‘আমরা কয়েক দিন ধরে অলস বসে আছি। খুব কমই কেনাবেচা হয়।’

পরীক্ষাগারে উৎপাদিত হীরারও একসময় বেশ চাহিদা ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত উৎপাদনের কারণে এর দাম প্রতি ক্যারেটে ৩০০ থেকে কমে ৭৮ ডলারে নেমে এসেছে, যা বাজারে প্রভাব ফেলেছে।

সুরাট ডায়মন্ড ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নন্দলাল নাকরানি মনে করেন, অমসৃণ হীরার দাম কমে গেলে এবং পালিশ করা হীরার দাম বাড়লে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

মন্দা সত্ত্বেও কেউ কেউ আশা করছেন শিল্পটি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে, যেমনটি ২০০৮ সালের মহামন্দার পর হয়েছিল। সেই মহামন্দার সময় শত শত পালিশ কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ বেকার হয়ে পড়েছিল।

সুরাটের দিলীপ সোজিত্রা বলেন, তিনি মনে করেন, দীপাবলি, ক্রিসমাস, নববর্ষসহ আসন্ন উৎসবের মৌসুম ব্যবসার গতি বাড়াতে সাহায্য করবে। এখনকার বাজে পরিস্থিতিও কেটে যাবে।

আবদুল্লাহ, গান্ধী ও মুফতি–এই তিন পরিবারকে মোদি চিহ্নিত করেছেন জম্মু-কাশ্মীরের সর্বনাশের কারণ হিসেবে। এই তিন পরিবার তাঁর চোখে ভূস্বর্গের ভিলেন। তিন দল যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, তাদের ছাপিয়ে যদি বড় হয়ে ওঠে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জঙ্গি’ স্বতন্ত্রদের মাথা এবং তাদের যদি সরকারে শামিল করানো যায়, তাহলে মোদির হাত ধরে লেখা হবে উপত্যকার রাজনীতির এক নতুন অধ্যায়। সেই অধ্যায় মোদির শ্লাঘার কারণ হলেও তার পরতে পরতে পোঁতা থাকবে নতুন শঙ্কার বীজ।

সৌ: বিবিসি

ডেভিড হার্স্ট

নৈরাজ্য ছড়ানোর পরিণতি ইসরায়েলকে ভোগ করতে হবে

হিজবুল্লাহকে ধ্বংস করার জন্য যা ঘটছে, তাকে কোনো আচমকা ঘটনা বলা যাবে না। এ ঘটনাকে গাজায় হামাসকে পরাজিত করার জন্য ইসরায়েলি চেষ্টার সঙ্গে মেলানো ঠিক হবে না। হিজবুল্লাহ ও ইরান ‘কৌশলগত ধৈর্য’ ধরার তথা তাদের নেতাদের ওপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের প্রতিক্রিয়া না দেখানোর যে পথ অবলম্বন করেছিল, সেটিকেই ইসরায়েল কাজে লাগিয়েছে। ২০০৮ সালে হিজবুল্লাহর সামরিক শাখার নেতা ইমাদ মুগনিয়েহের হত্যার প্রতিশোধ সংগঠনটি নেয়নি। এ বছর বৈরুতের দাহিয়ায় হামাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সালেহ আল-আরৌরির হত্যার প্রতিক্রিয়ায় তারা কিছু করেনি। হিজবুল্লাহ ও ইরানের এসব দুর্বল প্রতিক্রিয়া ইসরায়েলকে আরও বেশি আক্রমণ চালানোর আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। ইসরায়েল যতবারই আক্রমণ করেছে, ততবারই হিজবুল্লাহ ও ইরান বলেছে, তারা ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ চায় না। তারা বলেছে, তারা গাজায় হামাসের সঙ্গে সংহতি প্রকাশের জন্য হামাসকে সহায়তা করছে এবং যুদ্ধবিরতি হলেই তারা সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে দেবে। হিজবুল্লাহ যখন শেষ পর্যন্ত ইসরায়েলকে আঘাত করেছে, তখনো তারা শুধু ইসরায়েলের সামরিক ঘাঁটিকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। ইসরায়েলের বেসামরিক নাগরিকদের নিশানা করেনি। হিজবুল্লাহর কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয়েছে, তাদের রকেট ও প্রচারণার ভিডিওগুলো মূলত তাদের ক্ষমতা দেখাতে তৈরি হয়েছে, ব্যবহারের জন্য নয়। ‘ধৈর্য ধারণের’ এই কৌশল কৌশলগতভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এই ভুল কৌশলের জন্য হিজবুল্লাহকে এখন মূল্য দিতে হচ্ছে। কারণ, এটি ইসরায়েলকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে এবং সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই তারা এখন লেবাননে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে।

ইরানের সংস্কারপন্থী প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, তাঁকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে তাঁকে জানানো হয়েছিল, যদি ইরান হামাসের নেতা ইসমাইল হানিয়ার হত্যার প্রতিক্রিয়া না জানায়, তাহলে গাজায় যুদ্ধবিরতি হবে। শেষ পর্যন্ত ইরানের ‘কৌশলগত সংযম’ ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে গত মঙ্গলবার রাতে ইরানের দিক থেকে ইসরায়েলের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে ১৮০টির বেশি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়।

এই হামলার পরও পেজেশকিয়ান বলেছেন, ইরান ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায় না, তবে তেহরান তার সংযমের নীতি বাদ দিয়েছে। এ অবস্থায় হিজবুল্লাহ এবং ইয়েমেন ও ইরাকের সশস্ত্র গ্রুপগুলো এখন আগের চেয়ে সক্রিয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে পাল্টা হামলার দিকে গিয়ে ইসরায়েল আরও বড় ভুল করছে। ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি। এ অবস্থার মধ্যে ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশকে নিজেদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছে। অসলো চুক্তির পর থেকে গত তিন দশকে আরব বিশ্বে ফিলিস্তিনের সমস্যা গুরুত্ব হারিয়েছিল। এই সময়টাতে ফিলিস্তিন ইস্যু আরব বিশ্বে অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছিল। আরব বসন্তের পর পাল্টা বিপ্লবে আরব বিশ্বের মধ্যে যে বিভক্তি তৈরি হয়েছিল, ইসরায়েলের এই অবাধ আক্রমণ সেই বিভক্তি সারিয়ে তুলছে। আপনি যখন নাসরুল্লাহকে হত্যার জন্য ৮০ টন বোমা ফেলেন এবং এরপর নির্বিচার তিন শ জনকে হত্যা করেন, তখন আপনি তাঁকে প্রতিরোধের প্রতীক থেকে এক কিংবদন্তিতে পরিণত করে ফেলেন। লেবাননের রাজনীতিবিদ সুলেইমান ফ্রানজিয়ে বলেছিলেন, ‘প্রতীক চলে গেলে কিংবদন্তি জন্ম নেয় এবং প্রতিরোধ চলতে থাকে।’

অবশ্য আরব শাসকশ্রেণি এবং সেখানকার অভিজাত গোষ্ঠী (যাদের অধিকাংশের লেনদেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে এবং তার সুবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের সখ্য তৈরি হয়েছে) নাসরুল্লাহকে ততটা মহান হিসেবে দেখে না। তবে তারাও এখন তাদের সাধারণ মানুষের আবেগকে আমলে নিতে বাধ্য হচ্ছে। সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ওয়াশিংটনের গুরুত্ব পাওয়ার পথ হিসেবে ইসরায়েলকে ব্যবহার করেছেন। তবে তিনিও একজন নেতা হিসেবে তাঁর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে খোলাখুলি বলেছেন। চলতি বছরের গোড়ার দুই ব্যক্তির একটি কথোপকথনের রেকর্ড ফাঁস হয়েছিল। বলা হচ্ছিল, এটি মোহাম্মাদ বিন সালমান ও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের কথোপকথন। সেখানে যে কণ্ঠটিকে মোহাম্মাদ বিন সালমানের বলে মনে করা হচ্ছিল, সে কণ্ঠটিকে বলতে শোনা যায়, ‘আমার দেশের জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ আমার চেয়ে কম বয়সী। তাদের অধিকাংশই ফিলিস্তিন সমস্যার বিষয়ে তেমন কিছু জানে না। তারা প্রথমবারের মতো এই সংঘাতের মাধ্যমে ফিলিস্তিন সমস্যা সম্পর্কে জানছে। এটি একটি বড় সমস্যা। ব্যক্তিগতভাবে আমি কি ফিলিস্তিন সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন? আমার জবাব হলো “না”; কিন্তু আমার জনগণ উদ্বিগ্ন, তাই আমাকে এটি তাদের কাছে নিশ্চিত করতে হবে, ফিলিস্তিন সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।’

একজন সৌদি কর্মকর্তা কথোপকথনটিকে মোহাম্মদ বিন সালমান ও ব্লিঙ্কেনের নয় বলে দাবি করলেও সেটিকে আসল বলে বেশির ভাগ লোক মনে করেন।

হ্যাঁ, ইসরায়েল যে পুরো আরব ভূখণ্ডকে তার নিজের মতো করে গড়ে তোলার জন্য বেপরোয়া ও মরিয়া হয়ে উঠেছে, তাতে সন্দেহ নেই। ইসরায়েল এমন এক পথ বেছে নিয়েছে, যা খ্রিষ্টান ও শিয়া-সুন্নি মুসলমানদের সমানভাবে লক্ষ্যবস্তু করছে এবং ক্রমাগত হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। এই অঞ্চলকে ইসরায়েল যে আপন করে নিচ্ছে না, তা অন্য যেকোনো ইসরায়েলি নেতার চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু তাঁর আচরণ দিয়ে অনেক বেশি বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ভবিষ্যতে এর জন্য ইসরায়েলকে গভীর কৌশলগত পরিণতি বরণ করতে হবে।

ডেভিড হার্স্ট মিডল ইস্ট আইয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান সম্পাদক মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ

প্রথম নজর

মসজিদে হারাম ও নববিতে নিয়োজিত হল নতুন চারজন ইমাম

আপনজন ডেস্ক: মক্কার মসজিদে হারাম ও মদিনার মসজিদে নববিতে চার জন নতুন ইমাম নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৩ অক্টোবর) মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববির পরিচালনা পরিষদের প্রধান শায়খ আবদুর রহমান আস সুদাইস রাজকীয় আদেশ অনুসরণ করে হারামাইন শরিফাইনে স্থায়ী ইমাম হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার (৩ অক্টোবর) এক্স (সাবেক টুইটার) প্ল্যাটফর্মে এক বার্তায় এ তথ্য জানায় হারামাইন কর্তৃপক্ষ। হারামাইন কর্তৃপক্ষ জানায়, মসজিদে হারামের ইমাম হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন- শায়খ বদর আল তুর্কি এবং শায়খ ওয়ালিদ আশ শামসান। অন্যদিকে মসজিদে নববিতে নিয়োগ পেয়েছেন- শায়খ আবদুল্লাহ আল কুরাফি এবং শায়খ মুহাম্মদ বারহাজি। মক্কা-মদিনায় নিয়োগ পাওয়া এসব খতিব ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়েছেন উচ্চতর ডিগ্রি। মক্কা-মদিনার খতিবদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাধান্য দেওয়া হয়।মসজিদে হারামের বর্তমান ইমাম ও খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন- শায়খ সালেহ বিন হুমাইদ, শায়খ আবদুর রহমান সুদাইস, শায়খ উসামা খাইয়াত, শায়খ মাহের মুয়াইকিলি, শায়খ ফয়সাল গাজ্জাবি, শায়খ বান্দার বালিলা, শায়খ আবদুল্লাহ জুহানি ও শায়খ ইয়াসির দাওসারি। অন্যদিকে মসজিদে নববির ইমাম ও খতিবরা হলেন- শায়খ আলী হুজাইফি, শায়খ হুসাইন আলে শায়খ, শায়খ আবদুল বারী ছুবাইতি, শায়খ আবদুল মুহসিন কাসিম, শায়খ আবদুল্লাহ বুআইজান, শায়খ সালাহ আল-বুদাইর, শায়খ আহমাদ বিন তালেব হামিদ ও শায়খ খালেদ মুহান্না। উল্লেখ্য, মসজিদে হারাম ইসলামের প্রধান সম্মানিত স্থান। এখানে রয়েছে পৃথিবীর প্রথম ও সবচেয়ে পুরনো ঘর পবিত্র কাবা। এই ঘর ঘিরেই পুরো বিশ্বের মুসলিমরা প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ পড়েন। হজ ও উমরা পালন করতে এখানে সমবেত হন লাখ লাখ মুসলমান।

ভিয়েতনামে বার্ড ফ্লুতে ৪৭ বাঘের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ভিয়েতনামে দুটি চিড়িয়াখানায় বার্ড ফ্লু (এইচ৫এন১) সংক্রমণের ফলে কয়েক ডজন বাঘের মৃত্যু হয়েছে বলে রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা গেছে। গত আগস্ট মাস থেকে এ পর্যন্ত দেশটিতে অন্তত ৪৭টি বাঘ মারা গেছে। অকাল মৃত্যু হয়েছে তিনটি সিংহ এবং একটি চিতাবাঘেরও। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, বার্ড ফ্লুর এই প্রাদুর্ভাবটি হো চি মিন সিটির কাছাকাছি ভুয়েন সোয়াই চিড়িয়াখানা এবং লং আন প্রদেশের মাই কুইনহ সাফারি পার্কে ঘটেছে। সূত্র জানিয়েছে, প্রাণীগুলো সম্ভবত বার্ড ফ্লু সংক্রমিত মুরগির মাংস খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে। এক কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, মৃত বাঘের দুটি নমুনা পরীক্ষা করা হলে সেগুলোতে বার্ড ফ্লু শনাক্ত হয়। বর্তমানে সংক্রমিত মুরগির উৎস খুঁজে বের করার কাজ চলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) থেকে জানানো হয়েছে, বার্ড ফ্লু প্রাদুর্ভাব ঘটছে এমন অঞ্চলে কাঁচা বা অপর্যাপ্ত রান্না করা মাংস এবং ডিম খাওয়া থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এইচ৫এন১ ভাইরাস মূলত প্রাণীদের সংক্রমিত করে। তবে সংক্রমিত পাখি বা তাদের দূষিত পরিবেশের সংস্পর্শে আসা মানুষও এতে আক্রান্ত হতে পারে। ২০২২ সাল থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যেও এইচ৫এন১ ভাইরাসে মৃত্যুর হার বাড়ছে। ২০০৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৯০০ জনের শরীরে এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে, যার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি মানুষ মারা গেছে। ভিয়েতনামের চিড়িয়াখানার এই পরিস্থিতি নতুন করে এইচ৫এন১ ভাইরাসের বিপজ্জনক প্রভাব তুলে ধরছে, যা পশুপাখি থেকে মানুষের মধ্যেও সংক্রমিত হতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যে সম্মিলিত গণহত্যা চলছে: কাতারের আমির

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক সময়ে যা ঘটছে তাকে ‘সম্মিলিত গণহত্যা’ বলে অভিহিত করেছেন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি। একই সঙ্গে ইসরায়েলের ‘দায়মুক্তি’ সম্পর্কেও সতর্ক করেছেন তিনি।
বৃহস্পতিবার (৩ অক্টোবর) রাজধানী দোহায় এশিয়া সহযোগিতা সংলাপে এক সংবাদ সম্মেলনে কাতারের নেতা বলেন, এটা একেবারে স্পষ্ট যে এই অঞ্চলে যা ঘটছে তা সম্মিলিত গণহত্যা। গাজা উপত্যকাকে মানুষের বসবাসের অনুপযোগী এলাকায় পরিণত করার পাশাপাশি বাস্তুচ্যুতির প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তির চাবিকাঠি হলো দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান। যেখানে পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী ধরে ১৯৬৭ সালের সীমান্তের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন কার্যকর ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।
এ সময় লেবাননে ইসরায়েলি আগ্রাসন নিয়েও কথা বলেন কাতারের আমির। তিনি বলেন, আমরা লেবাননের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের আগ্রাসন বন্ধে যুদ্ধবিরতি প্রচেষ্টার আহ্বান জানাই।
গাজায় গণহত্যা চালানোর অভিযোগে ইসরায়েলের দিকে বিশ্বের বহু দেশ আঙ্গুল তুললেও তা মানতে নারাজ তেল আবিব। গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার জবাবে গণহত্যা শুরু করে ইসরায়েল। এরই মধ্যে সেখানে ইসরায়েলি হামলার ৪১ হাজার ৫০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।
গাজা যুদ্ধের মধ্যেই হিজবুল্লাহ সদস্যদের দমনের নামে চলতি সপ্তাহে লেবাননে স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। তার সপ্তাহ দুয়েক আগে সেখানে বিমান হামলা জোরদার করে দেশটি। এরই মধ্যে ইসরায়েলি হামলায় লেবাননে দুই হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

তীব্র শীতে বৈরুতে রাস্তায় রাত কাটাচ্ছেন বাস্তুচ্যুতরা

আপনজন ডেস্ক: লেবাননজুড়ে ইসরায়েলের অব্যাহত হামলার মুখে প্রায় ১০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে জানিয়েছে লেবানন সরকার। দক্ষিণ লেবানন থেকে আসা বাস্তুচ্যুতদের জন্য রাজধানী বৈরুতে জরুরি ভিত্তিতে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হলেও সেগুলোতে এত বিপুলসংখ্যক মানুষের জায়গা সংকুলান করা কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেকেই খোলা আকাশের নিচে রাস্তায়, পার্কে, বেঞ্চে রাত পার করছে।
এক বাস্তুচ্যুত বলেন, তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা বৈরুতে কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে জায়গা পাননি।
বোমাতঙ্ক আর তীব্র শীতল আবহাওয়ার মধ্যে বৈরুতে থাকছেন তাঁরা। তিনি বলেন, তীব্র ঠাণ্ডায় অসুস্থ হয়ে গেলে চিকিৎসা করানোর মতো এখন সামর্থ্য নেই তাঁর। আরেক বাস্তুচ্যুত বলেন, বৈরুতে বাড়িভাড়া আকাশছোঁয়া। শিশুদের নিয়ে তীব্র ঠাণ্ডায় রাস্তায় থাকতে হচ্ছে।
তাঁরা হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন বলে জানান ওই বাস্তুচ্যুত।
এদিকে বৈরুতে ইসরায়েলি বাহিনীর বোমার্বষণে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন স্কুলে আশ্রয় নেওয়া লোকজন বলেছে, তারা আতঙ্কগ্রস্ত। বিশেষ করে শিশুরা বেশি ভয় পাচ্ছে।
হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীর ওপর হামলা চালাতে দক্ষিণ লেবাননে আরো প্রায় ২৫টি গ্রামের লোকজনকে অন্যত্র সরে যেতে গতকাল বুধবার সতর্কবার্তা জারি করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। গত মঙ্গলবারও তারা একাধিক গ্রাম খালি করার নির্দেশ দেয়।

অহিংস উপায়ে ইসরায়েলের অবৈধ দখলদারত্ব প্রতিরোধে ভূমিকা রাখায় ‘রাইট লাইভলিহুড’ পুরস্কার পেয়েছেন ফিলিস্তিনি অধিকারকর্মী ইসা আমরো। গতকাল বৃহস্পতিবার এই পুরস্কার গ্রহণ করেন এই ফিলিস্তিনি। এই পুরস্কারকে নোবেল পুরস্কারের বিকল্প হিসেবে দেখা হয়।

লেবাননের প্রতি সমর্থন জানাল গাল্ফ কোঅপারেশন

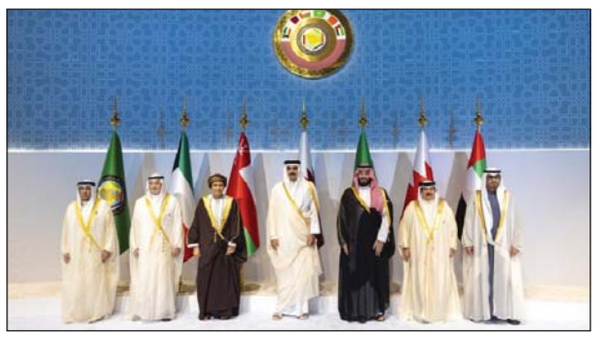

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনে প্রায় একবছর ধরে বর্বর হামলা ও গণহত্যা চালাচ্ছে ‘মধ্যপ্রাচ্যের দখলদার’ দেশ খ্যাত ইসরায়েল। এরমধ্যেই আবার অঞ্চলটির আরেক দেশ লেবাননে ভয়াবহ বিমান হামলা ও স্থল অভিযান শুরু করেছে তারা। বর্তমান এ পরিস্থীতিতে লেবাননের জন্য সমর্থন নিশ্চিত করেছে আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের জোট গাল্ফ কোঅপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি)। পাশাপাশি গাজা ভূখণ্ডে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে তারা।
বুধবার (২ অক্টোবর) রাতে কাতারের রাজধানী দোহায় কাউন্সিলের সদস্য দেশগুলোর মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শেষে এক বিবৃতিতে এসব কথা জানানো হয়। মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে সম্প্রতি যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠকটি হয়। বিবৃতিতে কাউন্সিল লেবানন ও অধিকৃত ফিলিস্তিন অঞ্চলে সংঘাত বৃদ্ধির নিন্দা জানিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে ‘আত্মসংযম অনুশীলন ও সহিংসতা থেকে বিরত থাকার’ আহ্বান জানিয়েছে।
প্রায় এক বছর ধরে ইসরায়েল ও ইরানের সমর্থনপুষ্ট হিজবুল্লাহর মধ্যে আন্তঃসীমান্ত যুদ্ধে লেবাননের ১৯০০ জনেরও বেশি নিহত ও ৯০০০ বেশি আহত হয়েছেন। লেবানন সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মৃত্যুর অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে গত দুই সপ্তাহের মধ্যে।
এদিকে গাজায় ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর আক্রমণে গত বছরের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় এক বছরে ৪১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। ইসরায়েলের ভাষ্য অনুযায়ী, গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা গাজার সীমান্ত সংলগ্ন দক্ষিণ ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালিয়ে প্রায় ১২০০ জনকে হত্যা করে আর আরো প্রায় ২৫০ জনকে বন্দি করে নিয়ে জিম্মি করে রাখে।

গাজার প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার প্রধানমন্ত্রী রাহী মুস্তাহাসহ আরো দুই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে হত্যার দাবি করেছে দখলদার ইসরায়েল।
বৃহস্পতিবার (৩ অক্টোবর) ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) এ দাবি করে।
নিজেদের দাবির পক্ষে আইডিএফ জানায়, তিন মাস আগে গাজার প্রধানমন্ত্রী রাহী মুস্তাহা, হামাস কর্মকর্তা সামেহ আল-সিরাজ এবং সামি ওদেহকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয় এখন তারা নিশ্চিত হয়েছে তাদের ঐ হামলায় এই তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।
তারা আরো জানিয়েছে, যখন হামলা চালানো হয় তখন এ তিনজন গাজার উত্তরাঞ্চলের একটি সুড়ঙ্গে অবস্থান করছিলেন। ওই সময় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তাদের লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালানো হয়। ইসরায়েলি বাহিনী আরো দাবি করেছে, যে সুড়ঙ্গে গাজার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেটিতে অনেক সুযোগ-সুবিধা ছিল এবং দীর্ঘদিন অবস্থান করার মতো রসদ ছিল। হামাসের যোদ্ধাদের যেন মনোবল না ভাঙে সেজন্য এতদিন হামাস এই তথ্য গোপন রেখেছিল বলেও দাবি করেছে দখলদার ইসরায়েল। গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ এক বছর ধরে চলা এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৪৩ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে দখলদার ইসরায়েল। এরমধ্যে হামাসের যোদ্ধা, কর্মকর্তা ছাড়াও হাজার হাজার বেসামরিক মানুষ রয়েছেন। যুদ্ধের শুরুতে ইসরায়েল জানিয়েছিল, গাজা থেকে হামাসকে তারা পুরোপুরি নির্মূল করে দেবে। তবে এখন পর্যন্ত দখলদার ইসরায়েল তাদের এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান ব্যাপক উত্তেজনার মধ্যেই কাতার সফরে ইরানি প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান ব্যাপক উত্তেজনার মধ্যেই দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও একটি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে কাতার পৌঁছেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। বুধবার (২ অক্টোবর) শুরু হওয়া এই সফরে তিনি এশীয় দেশগুলোর সহায়তা নিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অবস্থান জোরদার করতে চান।
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিয়ে পেজেশকিয়ানের এই সফর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাতারে প্রথমবারের মতো সফরে এসে পেজেশকিয়ান হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়াহর হত্যাকাণ্ডের জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করেন।
গত ৩১ জুলাই তেহরানে ইসমাইল হানিয়াহর হত্যার ঘটনায় ইরান ইসরায়েলকে দোষারোপ করছে। যদিও ইসরায়েল তার মৃত্যুর দায় স্বীকার বা অস্বীকার করেনি।
ইরানের স্টুডেন্ট নিউজ নেটওয়ার্কে পেজেশকিয়ানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, আমরাও শান্তি ও নিরাপত্তা চাই। ইসরায়েল তেহরানে হানিয়াহকে হত্যা করেছে।
ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র বলছে, যদি আমরা ব্যবস্থা না নেই, তবে এক সপ্তাহের মধ্যে গাজায় শান্তি ফিরে আসবে। আমরা তাদের আশ্বাসে অপেক্ষা করেছি। কিন্তু তারা হত্যাকাণ্ড বাড়িয়ে চলেছে।
কাতার সফরে যাত্রার আগে রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমে পেজেশকিয়ান বলেন, যদি জায়নবাদী সরকার (ইসরায়েল) অপরাধ বন্ধ না করে, তবে আরো কঠোর প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হবে।
প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান আরো বলেন, কাতারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শক্তিশালী করা এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা তার প্রথম লক্ষ্য।
এছাড়া তিনি এশিয়া কোঅপারেশন ডায়ালগের (এএসিডি) শীর্ষ সম্মেলনেও অংশ নেবেন।
তিনি আরো বলেছেন, দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো এশীয় দেশগুলো কীভাবে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের অপরাধ ঠেকাতে এবং শত্রুদের দ্বারা সৃষ্ট অস্থিরতা রোধ করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৬ মি.

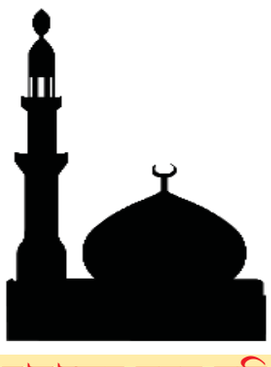

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৯	৫.২৯
যোহর	১১.৩১	
আসর	৩.৪২	
মাগরিব	৫.২৬	
এশা	৬.৩৬	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৮	

দুর্নীতির দায়ে সিঙ্গাপুরের প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রীর কারাদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: সিঙ্গাপুরের সাবেক পরিবহণমন্ত্রী এস ঈশ্বরানকে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার এ রায় ঘোষণা করা হয়।
এএফপির খবরে বলা হয়, তিনি ন্যায়বিচারে বাধা দেওয়া ও অবৈধ উপহার গ্রহণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। প্রসিকিউটররা ছয় থেকে সাত মাসের কারাদণ্ড চেয়েছিলেন, তবে ঈশ্বরানের আইনজীবীরা সর্বোচ্চ আট সপ্তাহের সাজার পক্ষে যুক্তি দেন।

মেক্সিকোয় অভিবাসীদের ট্রাকে সেনাদের গুলি, নিহত ৬

আপনজন ডেস্ক: লাতিন আমেরিকার দেশ মেক্সিকোয় অভিবাসীদের বহনকারী একটি ট্রাকে দেশটির সেনাবাহিনীর গুলি চালানোর ঘটনায় অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছেন।
গত মঙ্গলবার (১ অক্টোবর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য চিয়াপাসের হুইক্সতলা শহরের কাছে এই ঘটনা ঘটে।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মেক্সিকোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গুলির ঘটনার পর ট্রাকে ৩৩ জন অভিবাসীকে শনাক্ত করেন সেনারা। তাদের মধ্যে মিসরীয়, নেপালি, কিউবান, ভারতীয়, পাকিস্তানি ও আরব দেশের নাগরিক রয়েছেন।
এতে আরো বলা হয়, গুলিবিদ্ধ হয়ে ট্রাকে চার জন মারা যান। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে আরো দুইজন মারা গেছেন। এছাড়া গুলিবর্ষণে ১৭ অভিবাসী আহত হয়েছেন। তবে নিহতরা কোন দেশের নাগরিক তা প্রকাশ করা হয়নি।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আরো জানায়, গুলি চালানো দুই সেনাকে তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এই ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাটি ফেডারেল প্রসিকিউটরদের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর নিজস্ব ট্রাইব্যুনাল দেখভাল করছে।
এছাড়া ভুক্তভোগীদের দেশের দূতাবাসের সঙ্গে সমন্বয় করতে মেক্সিকোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করার কথা জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

ইসরায়েলি আগ্রাসনের মধ্যেই লেবাননে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের উদ্যোগ

আপনজন ডেস্ক: হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনের কারণে ক্রমবর্ধমান অস্থিতিশীলতার মধ্যে থাকা লেবাননকে পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে দেশটিতে প্রেসিডেন্ট পদে প্রায় দুই বছরের শূন্যতা পূরণের উদ্যোগ নিতে চলেছেন নেতৃস্থানীয় কয়েকজন রাজনীতিবিদ।
সম্প্রতি ইসরায়েলি বিমান হামলায় হিজবুল্লাহ প্রধান সাইয়েদ হাসান নাসরাল্লাহর মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্সির ইস্যুটি আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন শিয়া পার্লামেন্ট স্পিকার নাবিহ বেরি। হিজবুল্লাহর অন্যতম সমর্থক বেরি এই বিষয়ে নমনীয় থাকার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতি এমন একজন প্রেসিডেন্ট চান, যাকে নিয়ে কেউ আপত্তি তুলবেন না।
২০২২ সালের অক্টোবর থেকেই লেবাননে প্রেসিডেন্ট পদ খালি রয়েছে। দেশটির মন্ত্রিসভাও ততোটা কার্যকর নেই। এর পেছনে রয়েছে পার্লামেন্টে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, যার মূলে রয়েছে হিজবুল্লাহ ও এর সমর্থকদের কিছু দাবি। লেবাননের প্রেসিডেন্ট পদটি সবসময় ম্যারোনাইট খ্রিস্টান কোনও এক ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ থাকে। হিজবুল্লাহ ও তার মিত্রদের দাবি ছিল, এই পদে তাদের পছন্দের প্রার্থী সুলেইমান ফ্র্যাংগিয়েহকে মনোনীত করা হোক।

প্রথম নজর

কলকাতা বইমেলা শুরু হবে ২৮ জানুয়ারি

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: দুর্গা পূজার প্রাক্কালে ঘোষণা হল কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার আগামী বছরের দিনক্ষণ। গিল্ডের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার জানানো হয় ৪৮ তম কলকাতা বইমেলা শুরু হবে আগামী বছরের ২৮ শে জানুয়ারি। চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন দুপুর একটা থেকে রাত্রি আটটা এবং শনি রবি ও ছুটির দিনে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা সল্টলেক প্রাঙ্গণে খোলা থাকবে। গিল্ড এর পক্ষে সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক সুধাংশু দে সোশ্যাল মিডিয়ায় বৃহস্পতিবার এই দিনক্ষণ ঘোষণা করেন। গিল্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বইমেলায় স্টল ও টেবিল বুকিং করার জন্য শুক্রবার থেকেই দুপুর একটা থেকে সন্ধে ছটা পর্যন্ত আবেদন পত্র গ্রহণ করা শুরু হবে। অক্টোবর মাসের ছুটির দিনগুলি এবং পুজোর দিনগুলি বাদ দিয়ে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত এই আবেদন পত্র গিল্ডের অফিসে সরাসরি জমা দেওয়া যাবে। ৪৭ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা নির্বাচন এবং অন্যান্য কারণে সঠিক সময় শুরু করা না গেলেও ৪৮তম কলকাতা বইমেলা শুরু হবে নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়।

আরাফ মিশনে ভর্তি পরীক্ষা

মিসবাউদ্দিন ● বকুলতলা

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বকুলতলার মায়াহাউড়ির উত্তর পদুয়ায় অন্যতম আদর্শ আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল-আরাফ মিশন-এ পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা সম্পন্ন হল মঙ্গলবার।
মিশনের এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় নিজ নিজ কন্যাকে অংশগ্রহণ করাতে অভিভাবকদের উম্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। পরীক্ষা শেষে বাচ্চাদের হাতে একটি ছোট্ট টিফিন ও জলের বোতল দিয়ে বাচ্চাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন প্রতিটি সেন্টারের প্রধান ইনভিজিলেটররা। মিশনের সম্পাদক অভিভাবক সভায় জানান, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য এই প্রবেশিকা পরীক্ষা।

তিলোত্তমার দ্রুত বিচার চেয়ে প্রতিবাদ মিছিল বসিরহাটের টাকী রোডে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: দীর্ঘ সময় লাগছে বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা আছে আসল দোষীদের শাস্তি হোক উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার বসিরহাটের সাধারণ নাগরিক সৌহ্য ব্যানার্জি মিতা চক্রবর্তী রা তাদের সমর্থক নিয়ে বসিরহাট টাকী রোডের চৌমাথায় টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করেন অবিলম্বে দ্রুত বিচার শেষ করতে হবে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে তাদের মূল প্রতিবাদ। বসিরহাট চৌমাথায় প্লাকার্ড ফেস্টুন ব্যানার নিয়ে তারা টাকি রাস্তার উপরে প্রতিবাদ বিক্ষোভে নামেন এর ফলে কিছুটা যানজটের সৃষ্টি হয়। তাদের দাবি অবিলম্বে বিচার ব্যাবস্তা শেষ হোক সিবিআই এর উপর আস্তা আছে মহা পুজো আমরা সবাই অংশগ্রহণ করবো উৎসবে মাতবো তার মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া চলুক আসল দোষীরা শাস্তিপাক। ৩০ মিনিট পর রাস্তা অবরোধ উঠে যায়।

চন্দননগর হাসপাতালে ওটি-তে আগুন

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: বৃহস্পতিবার সাত সকালে চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে (ওটি) আগুন লাগার ঘটনা ঘটে, যা দ্রুত হাসপাতালের কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। দমকলের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে প্রায় কিছুক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, দমকল কর্মীদের অনুমান এসি (এয়ার কন্ডিশনার) থেকেই এই আগুনের সূত্রপাত ঘটে থাকতে পারে। সকালবেলা হঠাৎ ওটি থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখে হাসপাতালের কর্মীরা তড়িঘড়ি চেঁচামেচি শুরু করেন।
হাসপাতালের রোগী এবং তাদের বাড়ির লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেন। প্রাথমিকভাবে হাসপাতালের অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ব্যবহার করে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালানো হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় এবং তাদের প্রচেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় হাসপাতালের একতলায় অবস্থিত ওটির ঘরটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুনে ওটির যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র পুড়ে গেছে।
হাসপাতালের অন্যান্য অংশে আগুন ছড়াতে পারেনি, ফলে বড়সড় ক্ষতি এড়ানো গেছে। কেন এবং কিভাবে আগুন লাগল তা নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে। এসি থেকে শর্ট সার্কিট বা অন্য কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে আগুন কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

বারুইপুরে 'রাজমহল'

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুর পদ্মপুকুর ইয়ুথ ক্লাব এবছর তাদের থিম তুলে ধরছে রাজমহল। প্রতিমাতেও থাকছে নতুনত্ব। ১০৫ তম বর্ষে পদার্পণ করলো বারুইপুর পদ্মপুকুর ইয়ুথ ক্লাব।প্রতি বছর দর্শনার্থীদের জন্য নতুন নতুন থিম সহ চন্দননগরের লাইটিং দিয়ে সাজিয়ে তোলে এক কিলোমিটার রাস্তার ধারে। এবছর পদ্মপুকুর ইয়ুথ ক্লাব রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত থিমের কারিগর গোবিন্দ কুহিল্যার থিমের চমক রাখছে । এক কিলোমিটার রাস্তায় চন্দননগর লাইটিং দিয়ে চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্যা দিয়ে সেজে উঠেছে বারুইপুর । প্রতি বছর মতো এবারে ও শুভ উদ্বোধনে চমক রাখেবে পূজা উদ্যোক্তারা এমনটাই জানান পুজো উদ্যোক্তার । কলকাতা কে টেক্কা দিতে কোমর বেঁধে নেমেছে জেলা।কলকাতা শহরতলীর এই পুজোকে ঘিরে ইতিমধ্যে উদদামনা তুঙ্গে। বারুইপুর পদ্মপুকুর ইয়ুথ ক্লাব মানেই নতুনত্বের ছোঁয়া।

বৈষ্ণবনগরে শিক্ষা দানে বিশেষ নজর কাড়ছে টার্নিং পয়েন্ট (আর)

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: বৈষ্ণবনগরের গোলাপগঞ্জ এলাকায় একটি সুপ্রতিষ্ঠিত টার্নিং পয়েন্ট (আর) স্কুল। এই বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান টার্নিং পয়েন্টের গত বছরের ২রা অক্টোবর অর্থাৎ ভারতের অন্যতম স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। এই মহাত্মা গান্ধী জয়ন্তী দিবসেই স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস। এবছর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিনের প্রতিষ্ঠা দিবসে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের জন্মবার্ষিকীতে কেক কেটে মহা আনন্দে এই দিনটিকে তারা পালন করল। তার সাথে এদিন ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন অর্থাৎ অহিংস দিবসে তার জন্ম জয়ন্তীতে ছবিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ ও বিশেষ সম্মাননা জানিয়ে ১৫৫ তম জন্মবার্ষিকীতে অহিংস দিবস বা গান্ধী জয়ন্তী পালন করা হয়।
টার্নিং পয়েন্ট আর স্কুলের সম্পাদক বিশ্বনাথ রায় জানান, আজকের দিনেই অর্থাৎ গান্ধী জয়ন্তীতে আমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস। গত বছরে আমরা এই টার্নিং পয়েন্ট (আর) স্কুলের শুভারম্ভ করেছিলাম। আজ তার দ্বিতীয় বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা দিবসে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আনন্দভাগ করলাম। এবং আমরা নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন জায়গা থেকে ভালোই সাড়া পাচ্ছি। আমরা চাই সমাজ শিক্ষিত হোক ও আমাদের দেশ আরও উন্নত হোক। মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাভাবনা এখনকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জাগ্রত হওয়া দরকার। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানব ও দেশের কল্যাণে এগিয়ে যাওয়া।

নদী ভাঙন প্রতিরোধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন এসডিপিআই-এর

আলম সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা থেকে জলঙ্গীর বিভিন্ন এলাকা গঙ্গা নদী ভাঙনের কবলে। শত শত বাড়ি, ঘর, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান , চাষের জমি, বাগান, ব্যবসা কেন্দ্র ইত্যাদি তলিয়ে গেছে এর স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মুর্শিদাবাদ জেলা শাসকের নিকট গণ ডেপুটেশন দিল সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি।
গতকাল বহরমপুরের ওয়াই এম এ-এর মাঠ থেকে বিশাল এক বিক্ষোভ মিছিল বাসস্ট্যান্ডের সামনে দিয়ে টেক্সটাইল কলেজ মোড় পর্যন্ত পৌঁছায়। প্রতিটা পদে ভাঙনের স্থায়ী সমাধান ও রাজ্য সরকারকে তৎপর হতে দাবি জানান হয়। হাজারো কর্মী সমর্থক ও ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষ প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে নিজেদের দাবি পেশ করেন। টেক্সটাইল কলেজ মোড় থেকে এসডিপিআই-এর ৫ জন প্রতিনিধি মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক অফিসে গিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পরিজাত রায়কে ডেপুটেশন জমা দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম, সহ সভাপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন, উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি মোঃ জাইসুদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন সেখ, জেলা কমিটির সদস্য জাকির হোসেন।
রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম বলেন, অবিলম্বে ভাঙ্গন প্রতিরোধে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা সরকারিভাবে গ্রহণ করা, সামশেরগঞ্জ ও লালগোলার ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে বাসযোগ্য জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়া, মহিলা বিড়ি শ্রমিক সহ ভাঙ্গনে জীবিকা হারানো মানুষগুলির জন্য এককালীন ক্ষতিপূরণ সহ উপযুক্ত জীবিকার ব্যবস্থা করা ও ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবি পেশ করা হয়েছে জেলা শাসকের নিকট।
জেলা শাসক অফিসের পাশেই টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সামশেরগঞ্জের গঙ্গা ভাঙ্গন এলাকার উত্তর চাচন্ড, প্রতাপগঞ্জ, মহীশটোলা থেকে লালগোলা ও জলঙ্গি পর্যন্ত ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের মর্মান্তিক অবস্থা স্বচক্ষে অনুধাবন করে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অসহনীয় অবস্থা দূরীকরণে অবিলম্বে উপযুক্ত সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আজ দাবি পত্র আমরা পেশ করেছি জেলা শাসককে। বিগত ১০ বছরে ধীরে ধীরে শয়ে শয়ে বিঘে জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে। বিশেষত গত দু-তিন বছরে কয়েকশো পরিবারের ঘরবাড়িও নদীগর্ভে চলে যাওয়ার কারণে তাঁরা আক্ষরিক অর্থে বাস্তুচ্যুত ও জীবিকা হারা হয়ে অমানবিক পরিবেশে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। ওয়াকফ বিল প্রসঙ্গে বক্তব্য দিতে গিয়ে রাজ্য সহ সভাপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, ইউনিয়ন সরকার মুসলিম সমাজের নিজস্ব সম্পদ ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ওয়াকফ বিল নিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো, মুসলিম সমাজ সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিরোধীতার মুখে যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে। নদী ভাঙন বিস্তীর্ণ এলাকায় ত্রিপল প্রদান করা নিয়ে জেলার তিন জন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদকে কাঠগড়াই দাঁড় করিয়ে ক্ষব্য রাখেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হাকিকুল ইসলাম। অবিলম্বে নদী ভাঙনের স্থায়ী সমাধান না করে সরকার তবে মুর্শিদাবাদ জেলায় বৃহত্তম আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেন হাকিমুল ইসলাম। বিড়ি শ্রমিকদের জীবিকা নিয়েও বক্তব্য রাখেন মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি মাসুদুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা রুনা লাইলা, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (অর্গানাইজিং) হাবিবুর রহমান, দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি মোঃ জাইসুদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন সেখ।

মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষকর্মী সমিতির কোচবিহার-মালদা জেলা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: গত চার দিনব্যাপী মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষা কর্মী সমিতির ১০ সদস্যের এক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল মালদা এবং কোচবিহার জেলার একাধিক মাদ্রাসায় শিক্ষকদের সাথে মিলিত হন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সমিতির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সম্পাদক আলী হোসেন মিদ্দা, সমিতির মুখপাত্র তথা যুগ্ম সম্পাদক ফুরফুরা শরীফের সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক আতিয়ার রহমান ও শেখ মইনুদ্দীন, কার্যকরী সভাপতি শহিদুল ইসলাম, হুগলি জেলার সভাপতি ওবায়দুর রহমান মল্লিক, বর্ধমান জেলার সম্পাদক আদর আলী। বীরভূম জেলার সম্পাদক সিরাজুল হক ।
সমিতির মুখপাত্র সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন ওই দুই জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসার পরিকাঠামগত অবস্থা শিক্ষকদের সাথে আলোচনার পর জানতে পারা যায় কোচবিহার জেলায় বেশ কিছু মাদ্রাসা আছে বর্তমান সময়ে রাজ্য সরকারের মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক অন্যান্য জেলা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েছে যেমন স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার, শৌচাগার, পানীয় ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত বিশেষ করে বেশ কিছু মাদ্রাসায় শ্রেণিকক্ষের অবস্থা খুবই খারাপ।
যার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীরা স্বাভাবিক পরিবেশে পঠন-পাঠন করতে পারছে না। সব থেকে বড় সমস্যা একাধিক মাদ্রাসায় মাত্র চার পাঁচ জন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন যার পরিপ্রেক্ষিতে পঠন-পাঠনের দারুন ভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং যে কারণে ছাত্রছাত্রী ও খুব দ্রুত কমতে শুরু করেছে। তাই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তথা মাদ্রাসা মন্ত্রীর কাছে সমিতির আবেদন মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে কোচবিহার জেলায় ঐ সমস্ত মাদ্রাসাগুলোর পরিকাঠামো গত উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তরিক হওয়া।
সাজ্জাদ হোসেন আরো জানান সমিতির কেন্দ্রেই প্রতিনিধি দল দুই দিন মালদা জেলার একাধিক মাদ্রাসার শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হন।
এই জেলার বহু মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা যথেষ্ট প্রশংসনীয় ও পরিকাঠামগত উন্নয়নের ক্ষেত্রেও খুবই উন্নত মানের, তবে কয়েকটি মাদ্রাসার শিক্ষকদের হার যথেষ্ট কম এ বিষয়ে এই সমস্ত মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও সহশিক্ষকদের আবেদন সমিতির মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর তথা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই সমস্যার সমাধানের জন্য আবেদন করার।
মালদা মডেল মাদ্রাসায় মালদা জেলার শিক্ষকদের নিয়ে এক মাদ্রাসা শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন কুচবিহার জেলার জন্য মোঃ মোহসিন আহমেদকে সভাপতি ও আব্দুর রউফ মিয়া কে সম্পাদক করা হয় , মালদা জেলায় ওবায়দুল্লাহ ফলাইহকে সভাপতি ও মোঃ ফারুক হোসাইন কে সম্পাদক করে জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয় ।

গাইঘাটার জলমগ্ন এলাকা, ত্রাণ শিবির পরিদর্শনে জেলা শাসক

এম মেহেদী সানি ● গাইঘাটা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। সমস্যায় পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ, জলের নিচে কয়েক হাজার বিঘা কৃষি জমি। ইতিমধ্যেই দুর্গত মানুষের সহায়তায় খোলা হয়েছে ত্রাণ শিবির, কমিউনিটি কিচেন। বৃহস্পতিবার গাইঘাটা ব্লকের সুটিয়া, রামনগর, পাঁচপোতা সহ মোট ছটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ জলমগ্ন এলাকার পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে আসেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসক শরৎকুমার দ্বিবেদী । এ দিন তিনি গাইঘাটার বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরেও যান, সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর, বনগাঁর পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার, সেচ দপ্তরের জেলা আধিকারিক, গাইঘাটা ব্লকের জনপ্রতিনিধিরা সহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা । জলমগ্ন এলাকার দুর্গত মানুষরা জেলা শাসক কে পেয়ে তাঁদের সমস্যা, অভাব, অভিযোগের কথা তুলে ধরেন। দাবি ওঠে মৃতপ্রায় ইছামতি সংস্কার করা নিয়েও। ইছামতি নদী সংস্কার নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করে প্রয়োজনে নদী সংস্কারের ব্যবস্থা করা হবে বলে জেলা প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দুর্গত এলাকার মানুষদের সহযোগিতা করার জন্য সরকারিভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানানো হয় । বর্তমানে জল বাহিত রোগের পাশাপাশি সাপের কামড় এবং বন্যা পরবর্তী সময়ে দুর্গত এলাকাবাসীকে কিভাবে রোগ মুক্ত রেখে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরানো যায় তা নিয়েও এদিন আলোচনা হয়।
গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাগচী বলেন, 'ইতিমধ্যেই সরকারি ভাবে আমরা জলমগ্ন দুর্গত মানুষের জন্য ত্রাণ শিবির, কমিউনিটি কিচেন, শুকনো খাবার, বস্ত্রের ব্যবস্থা করেছি। আজ জেলাশাসক নিজে গাইঘাটার জলমগ্ন এলাকায় এসে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন।'

বাংলা আবাস যোজনা নিয়ে বৈঠক খণ্ডঘোষে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● খণ্ডঘোষ

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ বিডিও অফিসে বাংলা আবাস যোজনা নিয়ে বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এই বৈঠকে খণ্ডঘোষ ব্লকে সাত হাজারেরও বেশি বাংলা আবাস যোজনার বাড়ি তৈরির জন্য মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে জমা পড়া আবেদনগুলির ভেরিফিকেশন এবং সঠিক ব্যক্তিদের বাড়ি পাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
খণ্ডঘোষ বিডিও অভিক কুমার ব্যানার্জির উপস্থিতিতে এই বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপ্রার্থীব ইসলাম, খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর শফিকুল ইসলাম এবং খণ্ডঘোষ বিডিও অফিসের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। বৈঠকে আলোচিত হয় কিভাবে বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে সঠিক পরিষেবা প্রদান করা যাবে। যাদের নাম নথিভুক্ত হবে, তাদের প্রথম কিস্তিতে ৬০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় কিস্তিতে ৪০,০০০ টাকা এবং তৃতীয় কিস্তিতে ২০,০০০ টাকা, অর্থাৎ সর্বমোট ১,২০,০০০ টাকা প্রদান করা হবে।

বোলপুর শহরে ফের বিপুল গাঁজা উদ্ধার

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বৃহস্পতিবার দুপুরে বোলপুরের শুড়িপাড়া সংলগ্ন মাঠে উদ্ধার হয় মোট ২ কুইন্টাল ৩৮ কেজি গাঁজা। ১৩৭ প্যাকেট গাঁজা পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তারপরে খবর দেওয়া হয় বোলপুর থানার পুলিশকে। তারা এসে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করে নিয়ে যায়। দিন কয়েক ধরেই নিষিদ্ধ মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে বোলপুর পুলিশ। গত চার দিনে মোট চার কুইন্টালের বেশি গাঁজা উদ্ধার হলো। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৬ জনকে। এত বিপুল পরিমাণ গাঞ্জা উদ্ধার হওয়াতে স্বাভাবিকভাবেই শহরবাসী। মনে করা হচ্ছে বোলপুর কে করিডোর করেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় পাচার করা হচ্ছে গাঁজা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিশ্ব নবী সা.-র অবমাননা করায় বিক্ষোভ

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● হাওড়া

আপনজন: বিশ্ব নবীর অবমাননা প্রতিবাদে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল হলো সাঁতরাগাছির উনসানিতে বুধবার ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা সাউদ সিদ্দিকীর ডাকে হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছির উনসানি লস্কর পাড়া থেকে গড়পা পর্যন্ত এই মিছিল হয় এবং গড়পাতে অবস্থান মিছিল হয়। উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা সাউদ সিদ্দিকী,পীরজাদা সৈয়দ জুবায়ের হুসাইন সাহেব ,এডভোকেট সৈয়দুয জামা সাহেব ,হজরত মাওলানা মুফতী ইয়া নুর আমিনি সাহেব, আলফাজ উদ্দিন, জাবেদ হুসাইন, আকরাম ক্বাদরী সাহেব সহ আরো অনেক নেতৃত্ব।

হাইকোর্টের 'মিডিয়েশন' প্রশিক্ষণে সুযোগ জসিমের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা হাইকোর্টের মিডিয়েশন এবং কনসলিডেশন কমিটি পরিচালিত মিডিয়েশন প্রশিক্ষণে সুযোগ পেলেন আইনী সংবাদদাতা মোল্লা জসিমউদ্দিন (টিপু)। তৃতীয় পর্যায়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ২৮ জন মিডিয়েটর প্রার্থী হিসাবে প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি /বিচারক, সিনিয়র আইনজীবীদের পাশাপাশি একজন সি.এ এবং এই আইনী সংবাদদাতা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।মোল্লা জসিমউদ্দিন গত ২০০২ সাল থেকে সাংবাদিকতা শুরু করেছেন। একাধারে মফস্বল পত্রিকা (নুতনহাট বার্তা, নব কাটোয়া বার্তা,কৃষি সমবায় পত্রিকা, এবং পৌষালি, সকলের জন্য, বেঙ্গল ভিউ, নুতন গতি, গলসি বার্তা,মুক্তোবাংলা) গুলিতে যেমন সাংবাদিকতা করেছেন। ঠিক তেমনি সংবাদ প্রতিদিন, তারা নিউজ, ইটিভি নিউজ, গণমাধ্যম, আপনজন, টাইমস বাংলা, আকবর ই মশরিক, দৈনিক স্টেটসম্যান, পুবের কলম কাগজে সাংবাদিকতা করেছেন। বর্তমানে তিনি আইনী সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করে চলেছেন।

রসিকলাল স্কুলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি রসিকলাল স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা চন্দ্র চ্যাটার্জী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রসিকলাল বিষয়ী ও প্রবাসী চিকিৎসক ডাঃ বুদ্ধদেব দাঁ এর মাভারতী দাঁ-র ছবিতে মালদান করেন। উপস্থিত ছিলেন মেমারির বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, মাধ্যমিক শিক্ষা পূর্ব বর্ধমান জেলা অতিরিক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক অরুণ কুমার মন্ডল, মেমারি চক্র অফিসার ভজন কুমার ঘোষ প্রমুখ।

প্রথম নজর

শিশুদের খেলার ছলে পড়াচ্ছেন দিদিমণি

মাফরুজা মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: শিশুদের স্কুলমুখী করতে গান,কবিতা, ও খেলার ছলে পড়াচ্ছেন দিদিমণি। শিশুরা সমাজের ভবিষ্যৎ এবং আমাদের মূল্যবান সম্পদ। তাদেরকে সুশিক্ষা দিতে খেলার ছলে শিক্ষা দিচ্ছেন দিদিমণি। এমনই চিত্র দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপি গ্রামের ২৭৭ নম্বর সেন্টারের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের। আর এ বিষয় অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে দিদিমণি তানজিলা মোল্লা বলেন, ছোটদের পড়তে বসানো নিঃসন্দেহে খুব কঠিন একটা কাজ। আসলে ছোটরা তো তাদের খেয়াল খুশিমতো চলতে পছন্দ করে।তাই পড়াশোনা করার জন্য যে নুন্যতম মনোসংযোগের প্রয়োজন হয়।সেটুকুও তাদের নেই। আর তার ওপর বাচ্চা যদি চঞ্চল হয় তাহলে তো বাবা-মায়েদের আরও বেগ পেতে হয়। তাই প্রতিদিন স্কুলের বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমি।তাই খেলার ছলেই ছোটদের ছড়া বা কবিতা শেখায়। নিত্যনতুন ছড়ায় শিশুর আগ্রহ জাগবে। তাঁতের শিশুদের আগ্রহ থাকে। সেই জন্য খেলা বা গানের ছলে পড়ায়। ও আমারও ভালো লাগে শিশুদেরকে এমনভাবে পড়াতে। তাই পড়াই। খেলার ছলে। আঁকা, কবিতা, গান, খেলা, ছবি, সবই খেলার ছলে শেখানো হয়। তবে এমন ভাবে পড়াতে প্রতিটি মায়েরা প্রতিদিন স্কুলে পৌঁছে দেন শিশুদেরকে স্কুলে। এ বিষয় নিয়ে স্কুলে আসা বিলকিস লস্করের নামে এক শিশু মা। সামিনা লস্কর বলেন আমাদেরকে খুবই ভালো লাগে। দিদিমণির এমন ভাবে পড়ানো।

ভূতনির চরে ত্রাণ বিলি পতাকা শিল্পগোষ্ঠীর

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বিগত প্রায় এক মাস ধরে মালদহের মানিকচক থানার অন্তর্গত ভুতনীর তিনটি অঞ্চলে বহু গ্রাম ভয়াবহ ভাবে বন্যা কবলিত যার ফলে হাজার হাজার পরিবার ঘর ছাড়া এবং লক্ষাধিক মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ। এই বন্যাদুর্গত মানুষদের কিছুটা পরিত্রাণ দিতে এগিয়ে আসল ,পতাকা গ্রুপের সেবা প্রতিষ্ঠান জি ডি চ্যারিটেবল সোসাইটি। জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী মো: নজরুল ইসলাম বলেন পতাকা শিল্পগোষ্ঠী ও জিডি চারিটেবল সোসাইটি তথা ইহার কর্ণধার, জনদরদী সমাজ দরদি,শিল্পপতি জনাব মোস্তাক হোসেন সাহেবের গোচরে , ভূতনির পরিস্থিতি নিয়ে আসলে, সংগে সংগে জিডি চারিটেবল সোসাইটির আর্থিক সহযোগিতায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। সমাজ সেবী নজরুল সাহেবে জানান যে,আগামী ৩রা থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত মানিকচক পতাকা অফিসে একাধিক ক্যাম্প এর মাধ্যমে ভূতনি অঞ্চলের সাড়ে পাঁচ হাজারের অধিক দুর্গত পরিবারকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হবে। (১০ কেজি করে খাদ্য সামগ্রী ও ত্রিপল) বিতরণের জন্য একাধিক তারিখে ক্যাম্পের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।ভুক্তভোগীদের কাছে কুপন পৌঁছনো হয়েছে , বলেও জানা যায়। পস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রছাত্রী, অবিভাবক, সাধারণ মানুষে সহ আরো অনেকে। মাওলানা মোঃ আলি আজহার সাহেবের দুয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

‘শব্দের ঝংকার’-এর শারদ সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বুধবার ‘শব্দের ঝংকার’ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়। প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় প্রয়াত তারাপদ মুখোপাধ্যায় ও সমপাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর প্রয়াত সমস্ত সাহিত্য যোদ্ধাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বর্তমান পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক নুরুল ইসলাম খান। লিটল ম্যাগাজিন এই পত্রিকার ৪৬ বছরের প্রথম সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট জনপ্রিয় কবি প্রফেসর সুবোধ সরকার। তিনি বলেন লিটল ম্যাগাজিন জগতে একটি পত্রিকা ৪৬ বছর বেঁচে থাকা মানে অত্যন্ত গর্বের বিষয়।তবে সাহিত্য জগতের আঁতুড়ঘর হল এই সমস্ত সাময়িক পত্রিকাগুলো। শিয়ালদহের কৃষ্ণ পদ হলে পত্রিকার প্রকাশ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ ড, সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ , সভাপতি নব গোপাল চৌধুরী,কবি ও সাংবাদিক গালিব ইসলাম এবং সাংবাদিক নুরুল ইসলাম খান প্রমুখ। এদিনের সভায় কবি লোপামুদ্রা কুন্ডুর দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ ‘হিজলের ছায়াতে’ প্রকাশিত হয়েছে। হাজির হয়েছিলেন বহুদূর দূরন্ত থেকে আগত অসংখ্য কবি লেখক ও সাহিত্য গবেষকরা। সঙ্গীত দিয়ে সভার সূচনা হয়।প্রয়াত সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি চারণা করেন বহু কবি ও আবৃত্তিকর । সারাক্ষণ সভায় আবৃত্তি, কবিতা পাঠ সমৃদ্ধ করে তোলে। লক্ষ্মী মুখোপাধ্যায়, ঝুনু ভৌমিক, অন্তরা ঘোষ কর্মকার, পিঙ্কি বিশ্বাস প্রমুখ সহায়তা করেন।

রাতের আঁধারে সরকারি শৌচালয় ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রাতের অন্ধকারে সরকারি শৌচালয় ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠল বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের ফুলকুসমায়। আর এই ঘটনা নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়ার রাইপুর ব্লকের ফুলকুসমা বাজারে। অবিলম্বে নতুন শৌচালয় তৈরি ও ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।
প্রায় চার দশক ধরে বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কের পাশে ফুলকুশমা বাজারে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের উল্টো দিকে সরকারি উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল একটি শৌচালয়। পথ চলতি মানুষজন,বাসযাত্রীরা সহ সকল ব্যবসায়ীরা এলাকার প্রতিনিয়তই ওই শৌচালয় ব্যবহার করতেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার গভীর রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা ফুলকুসমা বাজারে অবস্থিত ওই শৌচালয় সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলেছে।
পাশাপাশি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে একটি সরকারি পথবাতিও। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শৌচাগারটি ভেঙ্গে ফেলার ফলে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই চরম সমস্যায় পড়েছেন এলাকার ব্যবসায়ী থেকে যাত্রীরা। একইসঙ্গে বাসিন্দারা জানান, কেউ বা কারা রাতের অন্ধকারে শৌচালয় ভেঙ্গে ফেলেছে। আজ সকালে ঘটনাটি দেখতে পেয়ে বাসিন্দারা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানালে পরিদর্শনে আসেন ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকেরা। প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান বাসিন্দারা। অবিলম্বে নতুন শৌচালয় তৈরির দাবির পাশাপাশি ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন বাসিন্দারা। বিষয়টি নিয়ে রাইপুর পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ চন্ডী লাহা বলেন, শৌচালয়টি ভেঙ্গে ফেলার বিষয়টি খুবই নিন্দনীয়। প্রশাসনে লিখিত আকারে অভিযোগ করে নতুন শৌচালয় বানানোর জন্য আবেদন জানাবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

কলকাতা পুলিশ দায়িত্ব নিলেও দখলমুক্ত হচ্ছে না ভাঙড়ের রাস্তা

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: প্রায় এক দশক আগে থেকেই ভাঙড়ের তাড়দহ, বামনঘাটা, ব্যাঁওতা ১ নম্বর ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা গুলি কলকাতা পুলিশের লেদার কমপ্লেক্স থানায় আওতায় ছিল। প্রায় এক বছর হতে চলেছে গোটা ভাঙড়ের ১৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাই কলকাতা পুলিশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আপাতত ৫ টি থানায় ভাগ করা হয়েছে ভাঙড় ১ নম্বর ও ২ নম্বর ব্লক কে। আরো চারটি থানা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। তৈরি হয়েছে আলাদা করে ভাঙড় ট্রাফিক গার্ড। তারপরও দখলমুক্ত হয়নি ভাঙড়ের রাস্তা।
আপনজন প্রতিনিধি সম্প্রতি ভাঙড় ১ নম্বর ও ২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখেন। সেখানে দেখা যায় গ্রামের রাস্তা গুলিতে আগের মতোই গরু-ছাগল বাঁধা, কাঠ রাখা। মূল রাস্তা গুলিতেও বালি-পাথর রাখা, গাড়ি দাঁড় করানো। ফলে রাস্তা গুলি আবর্জনার স্তূপে পরিণত হচ্ছে এবং দুর্ঘটনার ব্যপক আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। ভাঙড়ের অন্যতম প্রধান রাস্তা ভাঙড়-লাউহাটি (রাজারহাট এলাকা) এই রাস্তার উপরেই কাশিপুরে দাঁড়িয়ে থাকে উত্তর কাশিপুর থানার সারি সারি গাড়ি। কাশিপুর কিশোর ভারতী বিদ্যালয়ের কাছে ব্যাঁকের মুখে রাস্তির কানা ঘেসে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ৩ বলা পুরানো বাড়ি। ব্যাঁকের মুখে বাড়ি থাকায় দৃশ্য মানতা কম এখানে। দুই দিক থেকে আসা গাড়ি চালকরা দেখতে পান না কোনো কিছুই। সর্বদা দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে এখানে। পোলেরহাটে এই রাস্তার উপরেই বাস স্ট্যান্ড। ফলে বাসগুলি রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। এখানে প্রায়ই যানজট লেগে থাকে। ২ নম্বর ব্লকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভোজেরহাট-পাকাপোল রাস্তা। এই রাস্তার ভগবানপুরে মিক্সার প্লান্টের গাড়ি গুলিও সারি দিয়ে রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে। আরো একটা মিক্সার প্লান্ট রয়েছে ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকেরই খালপাড় রাস্তার ধারে (ক্যানেল রোড হাড়োয়ার কুল্টি থেকে কেষ্টপুর অবধি বিস্তৃত)। আপনজন প্রতিনিধি জানতে চাইলে এবিষয়ে মুঠোফোনে ভাঙড়ের জয়নগর গ্রামের বাসিন্দা আরিফ মহম্মদ মালি বলেন, ‘রাস্তার উপর ইট বোঝাই লরি দাঁড়িয়ে থাকা, রাস্তার উপর বালি পাথর ফেলে রাখা খুবই বিপদজনক। আমি কলকাতা পুলিশকে অনুরোধ করবো এগুলো গুরুত্বসহকারে দেখুক আইনত ব্যবস্থা নিক।’ সাতুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল্লাহ সাঈদ মুঠোফোনে বলেন, ‘রাস্তার পাশে যে বড়ো বড়ো গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে থাকে এতে দুর্ঘটনা ঘটছে, প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। মুঠোফোনে চন্ডিহাট গ্রামের বাসিন্দা ইন্তিয়াজ মোল্লা বলেন, ‘সত্যিই এটি কিন্তু ব্যতিক্রমী সমস্যা। সাংবাদিক বন্ধুকে অশেষ ধন্যবাদ এরকম ব্যতিক্রমী সমস্যা তুলে ধরার জন্য। নিশ্চয় ট্রাফিক পুলিশের উচিত এটাকে দ্রুত সমাধান করা।’ মুঠোফোনে মাঝেরহাট গ্রামের বাসিন্দা মুজিবর রহমান বলেন, ‘মেইন রোডের উপর সারিবদ্ধ গাড়ি থাকায় জনজীবন যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনি গ্রামের ভিতরের রাস্তার দিয়ে চলা ঝুঁকিপূর্ণ হচ্ছে। আশা করব কলকাতা পুলিশ মেইন রোডে সারিবদ্ধ গড়ি সরিয়ে যানচলাচলে স্বাভাবিক করবেন,সঙ্গে গ্রামের রাস্তার উপর গরু ছাগল যেন না বাধে তার জন্যে দ্রুত কঠিন বাবস্থা নেবেন।’

চাকরি দেওয়ার নামে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ, সরগরম রানীনগর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রানিনগর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলা নেতৃত্বের পথের কাঁটা কি সৌমিক হোসেন? এ রকমই অভিযোগ করলেন মুর্শিদাবাদের রানীনগর বিধানসভার অন্তর্গত গোয়াসের কাদিউল বাপ্পা সরকার নামের এক অভিযোগকারী সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে। বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজবাসভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে অভিযোগকারী জানান, বছর দেড়েক আগে তার সৎ ভাই সুমন সরকার ও সৎ মা জুলেখা খাতুন দুজন মিলে ৫ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা নেয়, কাদিউল সরকারের স্ত্রীকে আইসিডিএস চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে নোটারি পাবলিক পাঁচশো টাকার স্ট্যাম্পের সই করে জমি বিক্রি করে মোট পাঁচ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দিই। চাকরি দেওয়ার নাম করে বিধায়ক সৌমিক হোসেনের অফিসের কর্মী বলে নিজেকে পরিচয় দিয়ে টাকা তুলেছেন। এমনকি সেই চুক্তি পত্রে নিজেকে বিধায়কের অফিস কর্মী বলে উল্লেখ করেছেন সুমন সরকার। টাকা দেওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময় চাকরির বিষয় বলতে গেলে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যায় সুমন। তার পরে বিষয়টা বিধায়ক সৌমিক হোসেনের কাছে পৌঁছলে বিষয়টা দেখা হবে বলে জানান।
কিছুদিন কেটে গেলেও চাকরি অথবা টাকা ফেরত পাবার কোন আশ্বাস না পেয়ে মুর্শিদাবাদ তৃণমূল জেলা নেতৃত্বের দ্বারস্থ হলে তারা জানায় সৌমিক হোসেন সহ সকলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করতে। তার পাশে তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব থাকবে। তার পরেই ঘটনায় আদালতে বিচার শুরু হয়। তার পরে হঠাৎ বৃহস্পতিবার দুপুরে অভিযুক্তকারী নিজ বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি জানান যে বিধায়ক সৌমিক হোসেন খুব ভালো মানুষ তিনি টাকা নেওয়ার বিষয়ে কিছুই জানেন না । টাকা নেওয়ার ব্যাপারে বিধায়ক কিছুই জানেন না এবং উনি এসব কাজ পছন্দ করেন না। তাই সংবাদ মাধ্যমে বিধায়ক সৌমিক হোসেনের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী,বিধায়কের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের কাছেও আমি ক্ষমাপ্রার্থী। পুলিশ প্রশাসন আমাকে যথেষ্ট হেল্প করছে ইসলামপুর থানার ওসি এবং ডোমকল এসডিপিও। আমার সৎ ভাই ও সৎ মা সম্পূর্ণ চিট করে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে সেই টাকা যেন আমি ফেরত পাই তার একটা বন্দোবস্ত হলে আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। অভিযোগকারী সুমন সরকার বলেন, মূলত আমার বাবা মারা যাবার পূর্বে, আমাদেরকে কিছু জমি বাবা রেজিস্ট্রি করে দেয়। একইভাবে তাকেও কিছু জমি রেজিস্ট্রি করে দেয়। আমাদেরকে যে সমস্ত জমি রেজিস্ট্রি করে দিয়েছে তার মধ্যে থেকে জমি সে দাবী করছে আমরা দিতে চাইছি না বলে নানা রকম ভাবে আমাদেরকে হেনস্থা করার জন্য এই সমস্ত সে করে বেড়াচ্ছে। যে চুক্তিপত্র দেখাচ্ছে সেটাও জাল,আমি তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সমর্থক।আমি বিধায়কের কোন অফিস সহকারী নয় বা তার কাছে কোন রূপ কোন কাজ করি না। একইভাবে তার সৎমা জুলেখা খাতুন জানান সম্পূর্ণ পারিবারিক বিবাদ নিয়ে মিথ্যা প্রচার করছে। চাকরি দেওয়ার ব্যাপারে কোন চুক্তিপত্র হয়নি।

স্পিড বোটে বানভাসী এলাকায় জেলাশাসক

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মহানন্দা নদীর তীরবর্তী এলাকা জলমগ্ন।কয়েকশো পরিবার জলবন্দী।বৃহস্পতিবার দুপুরে স্পিড বোটে চেপে এলাকা পরিদর্শন করেন। দফতরের স্পিড বোটে চেপে নদীর তীরবর্তী বানভাসি এলাকা পরিদর্শন করেন প্রশাসনিক কর্তারা।মালদার মহানন্দা নদীর জলস্তর অস্বাভাবিক হারে বাড়ায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে নদী তীরবর্তী ইংরেজ বাজার শহরের বিভিন্ন এলাকায়। বৃহস্পতিবার সেই পরিস্থিতিই পরিদর্শন করলেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক পিযুষ সালঙ্কে, সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, ৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাকলি চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। তারা মালদা শহরের মিশনঘাট থেকে স্পিড বোটে চেপে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন পরিদর্শন করেন। ইংরেজবাজার পৌরসভার ৮, ৯, ১২ এবং ১নং ওয়ার্ডের নদী তীরবর্তী অসংরক্ষিত এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন। এবং জলবন্দি পরিবারগুলিকে ‘দ্রুত বাড়ি ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সঙ্গে বিভিন্ন ওয়ার্ডের দুর্গতদের ত্রাণ প্রদানের জন্য টোকেন প্রদান করেন বলে জানা গেছে। (একটু ভিজ্যুয়াল) পরিদর্শন শেষে ইংরেজবাজার পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাকলি চৌধুরী এবং পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বলেন, বর্তমানে মহানন্দা নদীর জলস্তর অত্যধিক বেড়েছে। বিপদ সীমার কাছাকাছি চলে এসেছে। সেই কারণে নদী তীরবর্তী এলাকাগুলিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেই পরিস্থিতি আজ প্রশাসনিক আধিকারিকরা পরিদর্শন করলেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

এবার কারিগরি দফতরে থ্রেট কালচার!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের সরকারি আধিকারিকদের থ্রেট কালচারের অভিযোগ উঠল। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ২০১৩ থেকে “ভোকেশনালাইজেশন অফ স্কুল এডুকেশনের” অধীনে রাজ্যের ১৬১১ টি সরকারি ও সরকার পোষিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৬ টি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক বিষয়ে (যেমন: ইনফরমেশন টেকনোলজি, হেলথ কেয়ার, অ্যাপারেল, অটোমোটিভ, প্লাম্বিং, কনস্ট্রাকশন ইত্যাদি) শিক্ষাদান করা হয়। এটি সমগ্র শিক্ষা মিশনের অন্তর্গত স্কুল শিক্ষা দপ্তরের প্রকল্প হলেও পরিচালনার দায়িত্বভার দেওয়া হয় কারিগরি শিক্ষা দপ্তরকে। বর্তমানে এই শিক্ষকদের জুলাই আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরের তিন মাসের বেতন এখনো মেলেনি, বেতন চাইলে শিক্ষকদের হুমকি এবং ভয় দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে।

বিদ্যাসাগর সোসাইটি দুর্গতদের পাশে

সন্ন্যাসী কাউরী ● পাঁশকুড়া

আপনজন: ডেবরা এবং পাঁশকুড়া ব্লকের বন্যা কবলিত এলাকায় মহিষাদলের বিদ্যাসাগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি মেডিকেল ক্যাম্প করল। বুধবার বন্যা দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি এবং পশু পাখি চিকিৎসার জন্য শিবির হয়। এই দুটি ব্লকের তিনটি এলাকায় তিন হাজারেরও বেশি মানুষ এবং ৩০০ র বেশি পশু চিকিৎসা পরিষেবা পান। সেই সঙ্গে বন্যা পরবর্তী সময়ে মানুষের রোগ ব্যাধির কথা মাথায় রেখে বিনা ব্যয়ে ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার, ডেটল, ও আর এস, সাবান, ধূপ, ওষুধ সহ নানান সামগ্রী দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দীর্ঘদিন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা ব্যয়ে নিজস্ব আশ্রমে রেখে পড়াশোনা করানো ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ করে থাকে।

দুর্গাপুজোর কমিটিগুলিকে চেক প্রদান

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: দুর্গাপুজো কমিটিদের চেক প্রদান অনুষ্ঠান হল চন্ডীতলা বিধানসভার বিধায়ক স্বাতী খন্দকারের উদ্যোগে। বিদ্যাসাগর কমিউনিটি হলে চেক প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। চন্ডীতলা বিধানসভা কেন্দ্রের পুজো কমিটি গুলোকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। আর কয়েকদিনের অপেক্ষায় দুর্গাপুজো। তাই প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন পুজো কমিটি গুলোকে ৮৫,০০০ আর্থিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে। এবার চন্ডীতলা বিধানসভার প্রায় ৩৬৪ টি পুজো কমিটি পাচ্ছে সরকারি অনুদান। এদিন চন্ডীতলা বিধানসভার চন্ডীতলা থানার পুলিশের সহয়তায় চন্ডীতলা বিধানসভা এলাকার পুজো কমিটিগুলিকে চেক প্রদান করা হয়।

সেরার শিরোপা পাওয়া বড়নগর গ্রামে অনুষ্ঠান

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: গত সপ্তাহে জাতীয় পর্যটন মন্ত্রণালয়ের কৃষি গ্রামীণ পর্যটন বিভাগের শ্রেষ্ঠ গ্রামের তকমা লাভ করেছিল মুর্শিদাবাদের বড়নগর। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের পুরস্কার পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির উদযাপন অনুষ্ঠান করা হয়। বড়নগর রানী ভবানী বিদ্যাপীঠের সভামঞ্চে এদিন অনুষ্ঠানটি করা হয়। গ্রামের বাসিন্দারা অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ আবু তাহের খান, অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) দীন নারায়ণ ঘোষ, মহকুমা শাসক ড. বনমালী রায়, মুর্শিদাবাদের এস্টেট ম্যানেজার তথা জেলা পর্যটন আধিকারিক দেবব্রত রায় সহ অন্যান্যরা। উল্লেখযোগ্য, গত ২৭শে স্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে দেশের সেরা কৃষি পর্যটন গ্রামের স্বীকৃতি পায় বড়নগর।

অণু গল্পকার মতিয়ার রহমান সম্মানিত

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলার তারাপীঠ। পর্যটন মানচিত্রে একটি উজ্জ্বল নাম। সেখান থেকে প্রকাশিত আহেলী সাহিত্য পত্রিকা এখন রাজ্য জুড়ে খ্যাতির শীর্ষে। সম্পাদক গুরুশরণ ব্যানার্জি সম্প্রতি কল্লোলিনী তিলোত্তমা কোলকাতা থেকে সম্মাননা শিরোপা জয় করে এসেছেন। গবেষক কবি বীরভূম গৌরব ডঃ আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের কথায়,গুরুশরণ কোলকাতাকে টেনে এনেছে তারাপীঠের মাটিতে। গতকাল তারাপীঠ হাই স্কুল মঞ্চে চোদ্দ বছরের ঐতিহ্যবাহী আহেলী সাহিত্য পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন হয়ে গেল। মোড়ক উন্মোচন করেন বিশিষ্ট কবি শুভ দাশগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও গবেষক ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায়, কবি তৈমুর খান, ডঃ চৈতন্য বিশ্বাস, ছড়াকার আশীষ মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মণ্ডল, মিহির পাল, সনকা বিশ্বাস, বরুণ কর্মকার প্রমুখ ।

বস্ত্র বিতরণ, পত্রিকা প্রকাশ মান্দাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: বুধবার হুগলীর ধনেখালী ব্লকের মান্দাড়া উন্নয়ন সংঘের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হল দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ,’ সিমপ্যাথি ‘ (প্রথম বর্ষের) পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান, গুণীজন সংবর্ধনা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি জয়শ্রী পাল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ও কবি শেখ সিরাজ, বিশিষ্ট শিক্ষক ও কবি পঙ্কজ কুমার দাস, শিক্ষাবিদ দীপঙ্কর দত্ত, সমাজসেবী ভক্তিপদ ঘোষ, নৃত্যশিল্পী বুবুন ঘোষাল, কবি শুভ্রা ঘোষ সহ আরও অনেকে। পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশ চন্দ্র বাগ সহ সম্মানীয় অতিথিরা পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে জনপ্রিয় সংবাদিক ও কবি শেখ সিরাজ, বিশিষ্ট শিক্ষক ও কবি শশাঙ্ক দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী ভক্তিপদ ঘোষ সহ মোট ১ জনকে সংবর্ধিত করা হয়।

সার্ভে পার্কে শিশুদের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শারদ উৎসব উপলক্ষে সার্ভে পার্ক থানার অন্তর্গত সম্মিলনী পার্কের শতরূপ ব্যাঙ্কোয়েট হলে কয়েক-শো প্রান্তিক কচি কাচাদের হাতে বস্ত্র উপহার দেওয়া হল গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে। বিগত ২ দশক ধরে এইভাবে এই সোসাইটির পরিচালনায় কর্ণধার অমল কর্মকার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সাগর থেকে পাহাড় সর্বত্র মানুষের দ্বারে গিয়ে জাতি, ধর্ম,বর্ণ, নির্বিশেষে সামিল হয়ে চলেছেন। কখনো শারদীয়া উৎসবে দেখা মেলে তো কখনো রমজানের ঈদের চাঁদে,কখনো বড়দিনে,আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগেও অসহায় মানুষের পাশে বুক ভরা ভালোবাসা নিয়ে হাজির হয়ে জান । আজ সম্মিলনী পার্ক এলাকায় কয়েকশ শিশুকে এইভাবে শারদীয়া উপহার প্রদান এর মধ্য দিয়ে বস্ত্র তুলে দিলেন।

জোড়া গোলে মায়ামিকে শিরোপা জেতালেন মেসি

আপনজন ডেস্ক: আরেকটি শিরোপা জিতলেন লিওনেল মেসি। লোয়ার ডটকম ফিল্ডে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কলম্বাস ক্রুকে ৩-২ গোলে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 'সাপোর্টারস শিল্ড' জিতেছে ইন্টার মায়ামি। যথারীতি এই শিরোপা জয়ে সবচেয়ে বড় অবদান মেসিরই, করেছেন জোড়া গোল। অন্য গোলটি করেছেন লুইস সুয়ারেজ। মায়ামি গোলকিপার ড্রেক ক্যালেন্ডারকেও ভুলে গেলে চলবে না। ম্যাচের শেষ দিকে পেনাল্টি ঠেকিয়ে লিড ধরে রাখেন তিনি। ৩২ ম্যাচে ৬৮ পয়েন্ট পেয়ে 'সাপোর্টারস শিল্ড' ট্রফি জিতেছে মেসির দল। ২০২০ সালে এমএলএসে পা রাখার পর এই টুর্নামেন্টে এটিই তাদের প্রথম ট্রফি। ১৬টি ভিন্ন দল এখনো পর্যন্ত জিতেছে এই ট্রফি। সবচেয়ে বেশি চারবার করে জিতেছে এলএ গ্যালাক্সি ও ডিসি ইউনাইটেড। এমএলসে 'সাপোর্টারস শিল্ড' দুটি মূল ট্রফির একটি। অন্যটি হলো এমএলএস কাপ। মৌসুমের ৩৪ ম্যাচজুড়ে সবচেয়ে ধারাবাহিক পারফর্ম করা দল পায় 'সাপোর্টারস শিল্ড'। লিগে এখনো দুটি ম্যাচ বাকি। এই দুই ম্যাচে জয় পেলে এক মৌসুমে এমএলএসে সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়ার রেকর্ড গড়বে মায়ামি।

বর্তমানে ইস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষ দল মায়ামির পয়েন্ট ৩২ ম্যাচে ৬৮, ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষ দল এলএ গ্যালাক্সির পয়েন্ট ৩২ ম্যাচে ৬১। তার মানে, মায়ামির নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচ হারলে ও এলএ গ্যালাক্সি শেষ দুটি ম্যাচ জিতলেও মেসি-সুয়ারেজদের ছুঁতে পারবে না।

চলতি মৌসুমে মায়ামির ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের মূল কারণ মেসি-সুয়ারেজ জুটি। লিগে মায়ামির মোট ৭২টি গোলের ৩৫টিই এসেছে দুজনের কাছ থেকে। চোটের কারণে মায়ামির হয়ে অনেক ম্যাচ মিস করলেও লিগে মেসির গোল এখন ১৭টি, গোলে সহায়তা করেছেন আরও ১৫টিতে। সুয়ারেজের গোল ১৮টি।

'সাপোর্টারস শিল্ড' মেসির ক্যারিয়ারের ৪৬তম ট্রফি। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে আজ প্রথমার্ধেই দুটি গোল করেন মেসি। যার প্রথমটি এসেছে ম্যাচের ৪৫ মিনিটে। অনেকটা নিজেদের অর্ধ থেকে জর্দি আলবার উঁচু করে বাড়ানো বল বুক দিয়ে থামান মেসি। এরপর প্রতিপক্ষ দুই ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে বল পাঠিয়ে দেন জালে। পরের গোলটিও এসেছে খানিকসময় পরই। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে ফ্রি কিকে থেকে গোল করেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।

টেন্ডুলকারের দ্বিশতরানের স্টেডিয়াম এখন ধ্বংসস্তূপ!

আপনজন ডেস্ক: গোয়ালিয়রের ছেলে গোবিন্দকে 'উইকিপিডিয়া' বলাই যায়। শহরের কোথায় কোন দর্শনীয় জায়গা আছে, তা একেবারে মুখস্থ। ট্যাক্সি চালানোর পাশাপাশি একটু বাড়তি আয়ের জন্য তিনি আধার কার্ড ও জন্মনিবন্ধন সংশোধনের কাজ করে দেন। কাজের কারণেই নাকি শহরের খুঁটিনাটি সব তথ্য তাঁর জানা। ভারতের অন্যান্য শহরের সঙ্গে গোয়ালিয়রের পার্থক্যটাও তাঁর সৌজন্যেই পাওয়া। এই শহরের ছেলেমেয়েরা নাকি সবাই সরকারি চাকরিজীবী হতে চান। অন্যরা অভিনেতা কিংবা পরিচালক। গাড়ি চালানোর সময়ই তিনি এই শহরের নায়িকা রাভিনা টেন্ডনের বাড়ি দেখাচ্ছিলেন। গোয়ালিয়রে কয়জন পরিচালক আছেন, তা-ও জানালেন। সরকারি চাকরি আর বলিউড-স্বপ্নের কারণেই নাকি গোয়ালিয়রে ক্রিকেটের উচ্চাশা এখনো ঢোকেনি। তাই এই শহর থেকে কোনো ভারতীয় দলে খেলা ক্রিকেটার তো দূরের কথা, আইপিএল খেলা ক্রিকেটারও বের হয়নি।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে ক্যাপ্টেন রূপ সিং স্টেডিয়ামে গেলেও তা বুঝতে পারবেন। ১৮ হাজার আসনের এই মাঠ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। খেলার মাঠের অংশটুকু ছাড়া ১৯৭৮ সালে তৈরি এ স্টেডিয়ামের কিছুই ঠিক নেই। স্টেডিয়ামে ঢুকতেই অন্ধকার একটা আবহে ধাক্কা খাবেন। দেখবেন, দেয়ালে রংচটা কিছু ছবি লাগানো, পাশেই সোনালি অক্ষরে বিশাল করে 'গোয়ালিয়র ডিভিশন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন' লেখা।

গোয়ালিয়রের স্থানীয় ক্রিকেট দলের ছবিও দেখা গেল। স্যাঁতসেঁতে সেই দেয়ালেই দেখলাম শচীন টেন্ডুলকারের স্মরণীয় এক ইনিংসের স্কোরকার্ড। এই শহরে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচে শচীন স্মরণীয় এক কীর্তিই গড়েছিলেন। ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়ানডে ক্রিকেটে দুশোরানের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট তো বটেই, বিশ্ব ক্রিকেটের জন্যও এ মাঠ তাই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু এই মাঠেই এখন গ্যালারি বলতে কিছু নেই, ড্রেসিংরুমেও ময়লার স্তূপ। ফ্লাডলাইট জ্বলে না। আর অ্যানালগ স্কোরবোর্ডের দিকে তাকালে আপনার খারাপই লাগবে। টেন্ডুলকারের ওই কীর্তির পর ভারতের কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় রূপ সিংয়ের নামে গড়া এ মাঠে আর কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়নি। অযত্ন আর অবহেলায় টেন্ডুলকারের দুই শর মাঠ এখন ধ্বংসস্তূপ। কোনো নিরাপত্তাও নেই। যে কেউ চাইলেই স্টেডিয়ামের ভেতরে ঢুকে উইকেটের ওপর হাঁটাহাঁটি করে আসতে পারেন। বাকি আছে শুধু খেলার মাঠ। এখন পর্যন্ত মাঠটা ঠিক থাকায় স্থানীয় ক্রিকেটাররা অনুশীলন করতে আসেন। মাঝেমধ্যে হয় স্থানীয় লিগের ম্যাচও। আজ সকালে মাঠে গিয়ে দুজন ক্রিকেটারের দেখা পেলাম। তাঁদের একজন সৌরভ জাট। মাঠের এই দুর্দশার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল তাঁর কথায়, 'এই মাঠটা এখন আর মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অংশ নয়। গোয়ালিয়র ডিভিশন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অধীন আছে মাঠটা। এখানে অন্য কিছু বানানোর পরিকল্পনা আছে।'

এই মাঠ দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা সিকান্দার সিং যাদব অবশ্য আশার কথা শোনালেন।

এই মুহূর্তে গোয়ালিয়রের ক্রীড়া সংগঠকদের সব মনোযোগ শহরের নতুন স্টেডিয়াম শ্রীমন্ত মাধবরাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম নিয়ে। বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারতের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ দিয়ে নতুন স্টেডিয়ামের আন্তর্জাতিক অভিষেক হবে।

সালাহর রেকর্ডের রাতে লিভারপুলের হাসি, জিতেছে জুভেন্টাসও

আপনজন ডেস্ক: গোল করেছেন, গোল করিয়েছেনও। গড়েছেন অ্যানফিল্ডের রেকর্ড। ভেঙেছেন টুর্নামেন্টে আফ্রিকান রেকর্ডও। আজ চ্যাম্পিয়নস লিগে লিভারপুলের ম্যাচ ছিল মোহাম্মদ সালাহ-ময়। মিসরীয় তারকার রেকর্ডের রাতে বোলোনিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে লিভারপুল। এটি এবারের আসরে আর্নে স্লটের দলের দ্বিতীয় জয়। টানা দ্বিতীয় জয় তুলেছে জুভেন্টাসও। ইতালিয়ান ক্লাবটি দুবার পিছিয়ে পড়েও আধা ঘণ্টার বেশি সময় দশজন নিয়ে খেলেই লাইপজিগকে হারিয়েছে ৩-২ গোলে। অ্যানফিল্ডে বোলোনিয়ার বিপক্ষে লিভারপুল গোলের দেখা পেয়ে যায় ১১তম মিনিটে। সালাহর বাড়ানো বল ধরে দলকে এগিয়ে দেন আলেক্সিস ম্যাক আলিস্টার। লিভারপুলের জার্সিতে কোনো আর্জেন্টাইনের চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রথম গোল এটি। ম্যাচে এই এক গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় লিভারপুল। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের ৭৫তম মিনিটে গোল করেন সালাহ নিজেই। এই গোলটি বানিয়ে দেওয়ার বড় কৃতিত্ব অবশ্য ডমিনিক সোবোসলাইয়ের। এটি ছিল ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় অ্যানফিল্ডে সালাহর টানা পঞ্চম ম্যাচে গোল। লিভারপুলের হয়ে এমন কীর্তি আর কারও নেই। ইংলিশ ক্লাবের মধ্যে চ্যাম্পিয়নস লিগে টানা হোম ম্যাচে সর্বোচ্চ ৭ গোল আছে আর্সেনালের থিয়েরি অঁরির, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ৬ ম্যাচে গোল আছে রুড ফন নিস্টলরয়ের। সালাহ তাঁর একমাত্র গোলটিতে গড়েছেন আফ্রিকান রেকর্ডও। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে আফ্রিকান খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৪৫ গোল এখন তাঁর, ৪৪ গোল নিয়ে দিদিয়ের দ্রগবা নেমে গেছেন দুইয়ে। তবে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের চেয়ে সালাহর বেশি খুশি হওয়ার কথা দলের জয়ে। প্রথম ম্যাচে এসি মিলানকে ৩-১ গোলে হারানোর পর এবার ২-০ ব্যবধানের জয়। টানা দুই জয়ে নতুন কাঠামোর চ্যাম্পিয়নস লিগে শুরুটা স্বস্তিকরই হয়েছে তাঁর দলের। এ দিকে জার্মানিতে গিয়ে রেড বুল অ্যারেনায় নাটকীয় জয় তুলেছে জুভেন্টাস। ৩০ ও ৬৫ মিনিটে গোল করে লাইপজিগকে দুই দফায় এগিয়ে দিয়েছিলেন বেঞ্জামিন সেসকো। তবে ৫০ ও ৬৮ মিনিটে দুটি গোল শোধ করে দেন দুসান ভ্লাহোভিচ। এর মধ্যে আবার ৫৯ মিনিটে লাল কার্ডের কারণে ডি জর্জিনিওকে হারিয়ে ফেলে জুভেন্টাস। তবে দশজনের দলটিই ৮২ মিনিটে ফ্রান্সিসকো কনসেইসাওয়ের গোলে ৩-২ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে।

দানকৃত খেলার মাঠকে বাঁচানোর লক্ষ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন ডেস্ক: খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর থানার থোমতাড়া খান স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় খন্নি গ্রামে অবস্থিত লোকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে তিন দিবসীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা। বীরভূম বর্ধমান সহ ঝাড়খণ্ড এলাকা থেকে মোট ১৬ টি দল খেলায় অংশ গ্রহণ করে। চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় মুখোমুখি হয় ছোট্টু একাদশ বাজারী পান্ডবেশ্বর বনাম সঞ্জিত একাদশ লোকপুর। নির্ধারিত সময়কালীন টান টান উত্তেজনার মধ্যে উভয় পক্ষ্য ১-১ গোল করার ফলে খেলা অমিমাংসিত থেকে যায়। যারপরনাই ট্রাইবেকারে মাধ্যমে খেলার নিষ্পত্তি হয়। সেখানে ৩-২ গোলের ব্যবধানে সঞ্জিত একাদশ লোকপুর বিজয়ী বলে ঘোষিত হয়। পুরস্কার স্বরূপ বিজয়ী দলের হাতে নগদ কুড়ি হাজার টাকা ও পাঁচ ফুটের ট্রফি এবং বিজিত দলের হাতে নগদ পনেরো হাজার টাকা ও পাঁচ ফুটের ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও ম্যান অফ দ্য ম্যাচ,ম্যান অফ দ্যা সিরিজ এবং বেস্ট গোলকিপারকে কৃতি খেলোয়াড় হিসেবে ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয় বলে ক্লাব সম্পাদক আকবর আহমেদ খান,সভাপতি কামরুজ্জামান খান,ক্লাব সদস্য জরিবুল খান, বাটুল খানরা সে কথা জানান। উপস্থিত ছিলেন খয়রাসোল ব্লক তৃনমূল কংগ্রেস কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মৃনাল কান্তি ঘোষ ও শ্যামল কুমার গায়েন এবং দুই সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী ও কাঞ্চন দে।

দুবরাজপুর ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের যুগ্ম আহ্বায়ক রফিউল হোসেন খান, লোকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সোমনাথ ধীবর প্রমুখ।

সাকিব আল হাসান ও তার স্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তলব

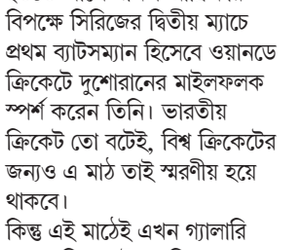

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ক্রিকেটার ও সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসান ও তার স্ত্রীর ব্যাংক হিসেবে চেয়ে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

বিএফআইইউ'র একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, পুঁজিবাজারে কারসাজি ও আর্থিক অনিয়ম খতিয়ে দেখতে সাকিব ও তার স্ত্রীসহ আরও ৭ জনকে ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়ে ব্যাংকগুলোকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে ব্যাংক ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের নাম, কোম্পানি বা সংগঠনের নামে থাকা সঞ্চয়ী হিসাব, চলতি হিসাব, ফিক্সড ডিপোজিট (এফডিআর) ও ডিপোজিট প্লাস স্কিম (ডিপিএস) হিসাবের তথ্য জানাতে বলেছে বিএফআইইউ। সাকিব আল হাসান ছাড়াও তার স্ত্রী উম্মে রোমান আহমেদ (শিশির), আবুল খায়ের হিরুর বাবা আবুল কালাম মাদবর, হিরুর ভাই মোহাম্মদ বাশার, বোন কনিকা আফরোজ ও ব্যবসায়ী মো. নাজমুল বাশার খানের ব্যক্তিগত ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়ে ব্যাংকগুলোকে চিঠি দেয় বিএফআইইউ। সাকিব ক্রিকেটের পাশাপাশি অনেক আগেই নানা ব্যবসায় নামেন। শেয়ারবাজার, সোনার ব্যবসা, কাকড়া থেকে শুরু করে ই-কমার্সেও বিনিয়োগ করেন তিনি। কিন্তু কোথাও খুব একটা সফলতার মুখ দেখেননি সাকিব। বরং জাতীয় দলের সাবেক এই অধিনায়কের নানা ব্যবসায় অনিয়ম ও দুর্নীতি খবর প্রকাশ হয়েছে। সাতক্ষীরায় কাকড়া ব্যবসায় শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ না করা, জমি অধিগ্রহণে আর্থিক অসঙ্গতির অভিযোগ আছে। সর্বশেষ প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের শেয়ার দরে কারসাজির ঘটনায় গত ২৪শে সেপ্টেম্বর সাকিব আল হাসানকে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।

এমবাপ্পেকে বাদ দিয়ে ফ্রান্সের নেশনস দল

আপনজন ডেস্ক: উরুর চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরলেও কিলিয়ান এমবাপ্পেকে দলে রাখেনি ফ্রান্স। দলের অধিনায়ককে ছাড়াই উয়েফা নেশনস লিগের স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশম। চোট থেকে পুরোপুরি ফিট না হওয়ায় এমবাপ্পেকে দলে রাখেননি দেশম, এমনটি জানিয়েছে ইউরোপীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো। শুরুর একাদশে নামার মতো শতভাগ সুস্থ নন বলেই গতকাল রাতে রিয়াল মাদ্রিদের কোচ কার্লো আনচেলত্তিও তাকে বদলি নামান। মাঠে নেমে দলকে পরাজয় থেকেও রক্ষা করতে পারেননি ২৫ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে লিলের কাছে ১-০ ব্যবধানে হেরেছে রিয়াল। এমবাপ্পের বাদ পড়ার দিনে প্রত্যাবর্তন হয়েছে ক্রিস্টোফার এনকুকুর। এক বছরের বেশি সময় পর দলে ফিরেছেন চেলসির স্ট্রাইকার। সবশেষ ২০২৩ সালের জুনে ফ্রান্সের হয়ে খেলেন তিনি। এমবাপ্পের দায়িত্বটা এবার তার কাঁধেই পড়ছে। এবারের মৌসুমে চেলসির হয়ে ৯ ম্যাচে ৬ গোল করে যেন বোঝাতে চাচ্ছেন তিন প্রস্তুত। আক্রমণভাগে তাকে সঙ্গ দিবেন উসমান দেম্বেলে, রান্দাল কুলো মুয়ানি, ব্র্যাডলি বারকোলারা। তবে ফ্রান্স নিশ্চিতভাবেই আঁতোয়ান গ্রিয়েজমানকে মিস করবে। গত মাসের শেষ দিনে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে অবসর জানান তিনি। অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের ফরোয়ার্ডের আগে ফ্রান্সের জার্সি তুলে রাখার ঘোষণা দিয়েছেন ডিফেন্ডার রাফায়েল ভারানেও। এই তিন তারকাকে ছাড়া নেশনস লিগের দুই ম্যাচ খেলবে ফ্রান্স। টুর্নামেন্টের দুটি ম্যাচই প্রতিপক্ষের মাঠে খেলবে ফ্রান্স। নিরাপত্তার শঙ্কায় অবশ্য আগামী ১০ অক্টোবর ইসরায়েলের বিপক্ষে ম্যাচটি বুদাপেস্টে খেলবে দেশমের শিষ্যরা। আর ব্রাসেলেসে বেলজিয়ামের মুখোমুখি হবে ১৪ অক্টোবর। বর্তমানে লিগ 'এ' য়ের গ্রুপ ২ পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে আছে ফ্রান্স। ২ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৩। অন্যদিকে সমান ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ইতালি।

ফ্রান্স দল:

গোলকিপার : আলফোনসে আরিওলা, মাইক মাইগনান ও ব্রেইস সাম্বা।

রক্ষণভাগ: জোনাথন ক্লস, লুকাস ডিগনি, ওয়েসলি ফোফানা, থিও হার্নান্দেস, ইব্রাহিমা কোনাতে, জুলেস কুন্দে, উইলিয়াম সালিবা ও দায়োত উপামেকানো।

মধ্যমাঠ: অঁরেলিয়ো চুয়োমানি, এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা, মাতেও গুয়েন্দোজি, ইউসুফ ফোফানা, মানু কোনে ও ওয়ারেন জাই এমেরি।

আক্রমণভাগ: ক্রিস্তোফার এনকুনকো, উসমান দেম্বেলে, রান্দাল কুলো মুয়ানি, ব্র্যাডলি বারকোলা, মাইকেল ওলিসে ও মার্কাস থুরাম।

একটি 'ভুলে' বাংলাদেশ সিরিজে মুরালিকে ছাড়াতে পারেননি অশ্বিন

আপনজন ডেস্ক: উইকেট নিয়েছেন ১১টি। রান ১১৪। বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজে এমন পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে সিরিজসেরা হয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। টেস্ট ক্যারিয়ারে এ নিয়ে ১১ বার সিরিজসেরার পুরস্কার জিতলেন অশ্বিন, যা যৌথভাবে সর্বোচ্চ।

সমান ১১ বার জিতেছেন কিংবদন্তি মুত্তিয়া মুরালিধরন। তবে ১১ বার নয়, বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজসেরার পুরস্কারটি দিয়ে মুরালিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা ছিল অশ্বিনের। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের দাবি, কর্তৃপক্ষের ভুলে তা হয়নি। ভুলটা কী? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ফিরতে হবে গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে গত বছরের জুলাইয়ে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলে ভারত। ১-০ ব্যবধানে জেতা সেই সিরিজে ১৫ উইকেট নেন অশ্বিন, একটি ইনিংস ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে রান করেন ৫৬। সেই সিরিজে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট ছিল রবীন্দ্র জাদেজার– মাত্র ৭টি। তাতেই বোঝা যায় সেই সিরিজে অশ্বিনের দাপট।

স্বাভাবিকভাবেই সেবার সিরিজসেরা হতে পারতেন অশ্বিন।

কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, সিরিজ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সিরিজসেরার পুরস্কারই দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে জানতে ভারতের সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারা জানিয়েছে, ভারতের একটি সংস্থা সিরিজের স্পনসরশিপের দায়িত্বে ছিল।

এরপর ভারতীয় সেই সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। কিন্তু তারা উল্টো বল ঠেলে দেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের কোর্টে। সেই সংস্থাটি জানায়, তারা শুধু সিরিজের অর্থনৈতিক বিষয়গুলোই দেখেছে, সিরিজসেরার পুরস্কার এর অধীনে পড়ে না। এই পুরস্কার দেওয়ার দায়িত্ব ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের।

কেন সেই সিরিজে ম্যান অব দ্য সিরিজের পুরস্কার দেওয়া হয়নি, সেটি আসলে স্পষ্ট নয়। যদি তারা ভুলে যেত, তাহলে পরে ভারতীয় দলকে দেওয়াটা প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তা-ও করা হয়নি। অশ্বিন যদিও মুরালিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ সামনেও পাবেন। ১৬ অক্টোবর থেকেই শুরু হবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। এটিও হতে পারে অশ্বিনের সিরিজ।

একটি জয়ের অপেক্ষায় ইস্টবেঙ্গল

আপনজন ডেস্ক: ইস্টবেঙ্গল এর অন্তর্বর্তীকালীন কোচ বিনো জর্জ মনে করেন যে এই মুহূর্তে তার দল পুরনো গতি ফিরে পেতে কেবলমাত্র একটি জয় দূরে রয়েছে। কারণবশত জানা গেছে আগামী শনিবার জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে কুয়াদরাতের পরে তার মেয়াদ শুরু করছেন। ২০২৪-২৫ আইএসএল মৌসুমে টানা তিনটি হারের পর ইস্টবেঙ্গলের কোচের পদ থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কুয়াদরাত। জর্জ প্রকাশ করেছেন যে তিনি তার দলকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন এবং তাদের দক্ষতাকে বিশ্বাস করেন। তার দলের খেলোয়াড়রা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবেন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**